سَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَكُمْ اِذَا انْقَلَبْتُمْ اِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوْا عَنْهُمْ - فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمْ - اِنَّهُمْ رِجْسٌ - وَّمَاْوٰهُمْ جَهَنَّمُ.....

অর্থ– (মোনাফেকরা নানা প্রকার অজুহাত ও মিথ্যা ওজর দেখাইয়া তবুকের অভিযানে অংশ গ্রহণ হইতে বিরত রহিয়াছে;) যখন তোমরা প্রত্যাবর্তন করিবে তখন তাহারা পুনঃ মিথ্যা কসম করিয়া নানাপ্রকার উক্তি করিবে যেন তোমরা তাহাদের প্রতি কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন না কর। আচ্ছা—তাহাদের ব্যাপারে তাহাই কর। ইহারা অপবিত্র, ইহাদের অবস্থান-স্থল হইবে জাহান্নাম—ইহা তাহাদের কর্মের ফল। তাহারা মিথ্যা কসমের আশ্রয় লইবে তোমাদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য। যদিও তোমরা তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হও, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা এইসব নাফরমান দলের প্রতি কখনও সন্তুষ্ট হইবেন না। (১১ পাঃ ১ রুঃ)

তবুক অভিযানের পথে পূর্ববর্তী ধ্বংসপ্রাপ্ত বস্তি

১৫৭০। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম যখন "হেজর" বস্তির নিকটবর্তী পৌঁছিলেন তখন তিনি সঙ্গীগণকে বলিলেন, যাহারা আল্লাহদ্রোহিতা করিয়া নিজের উপর অত্যাচার করতঃ ধ্বংস হইয়াছে তাহাদের বস্তিতে প্রবেশ করিও না যাবৎ না তোমাদের মধ্যে (আল্লার ভয়ে) ক্রন্দনের সৃষ্টি হয়। (যদি ক্রন্দনের বা ক্রন্দনাবস্থার সৃষ্টি না হয় তবে তথায় প্রবেশ করিও না;) নতুবা ভয় হয়, তোমাদের উপরও ঐরূপ আজাব আসিয়া পড়ে নাকি যেইরূপ এই বস্তিবাসীদের উপর আসিয়াছিল। অতঃপর রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বীয় চাদরে আবৃত হইয়া দ্রুতবেগে ঐ এলাকা অতিক্রম করিলেন।

১৫৭১। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (তবুকের পথে) যখন "হেজর" এলাকায় পৌঁছিলেন তখন সকলকে এই নির্দেশ দিলেন যে, কেহ যেন এই এলাকার কূপসমূহ হইতে পানি পান না করে এবং পান করার জন্য পানি সংগ্রহ না করে। ছাহাবীগণ আরজ করিলেন, আমরা ত এই পানি দ্বারা আটা তৈরী করিয়াছি এবং পানের জন্য পানি সংগ্রহ করিয়াছি। হযরত রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, ঐ আটা ফেলিয়া দাও এবং পানিও ফেলিয়া দাও। ৪৭৮ পৃঃ

১৫৭২। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (তবুকের পথে) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গী লোকগণ যখন ছামুদ জাতির বস্তি "হেজর" এলাকায় পৌঁছিলেন তখন তাঁহারা তথাকার কূপসমূহ হইতে পানীয় পানি

সংগ্রহ করিলেন এবং ঐ পানি দ্বারা আটা তৈরী করিলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহাদিগকে আদেশ করিলেন যে, সংগৃহীত পানি ফেলিয়া দাও এবং ঐ পানি দ্বারা তৈরী আটা উটকে খাওয়াইয়া ফেল।

ছালেহ্ আলাইহেচ্ছালামের মো'জেযার উটটি যেই কূপ হইতে পানি পান করিত সকলকে সেই কূপ হইতে পানি পান করার আদেশ করিলেন। ৪৭৮ পৃঃ

ব্যাখ্যা ঃ—পয়গাম্বর হযরত ছালেহ্ আলাইহেচ্ছালামের বংশধর ছিল ছামুদ জাতি, তাহাদের বাসস্থান ছিল "হেজর" নামক এলাকায়। তাহারা স্বীয় পয়গাম্বরকে অস্বীকার করিল। অবশেষে তাহারা একটি বড় পাথর বা সম্মুখস্ত পাহাড় দেখাইয়া ছালেহ্ (আঃ) কে বলিল, আপনি যদি এই পাথর বা পাহাড় হইতে একটি উট বাহির করিয়া দিতে পারেন তবে আমরা আপনাকে সত্য নবী বলিয়া স্বীকার ও গ্রহণ করিব। ছালেহ্ (আঃ) তাহাদিগকে এইরূপে আল্লার রসুলকে চ্যালেঞ্জ করার ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দিলেন, কিন্তু তাহারা সেই দিকে কর্ণপাত না করিয়া নিজেদের কথার উপর দৃঢ় রহিল। ছালেহ্ (আঃ) আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়া করিলেন; তৎক্ষণাৎ সকলের চাক্ষুস দৃষ্টিতে পাথরটি প্রসবিনীর ন্যায় থর থর করিয়া কাঁপিতে আরম্ভ করিল এবং মুহূর্তের মধ্যে উহা ফাটিয়া একটি বয়স্কা মাদি উট বাহির হইয়া আসিল। এতদৃষ্টেও ঐ সমস্ত লোকেরা ছালেহ্ আলাইহেচ্ছালামের প্রতি ঈমান আনিল না।

সেই উটটি ছিল বিরাট দেহবিশিষ্ট, উহার পানাহার ছিল সাধারণ নিয়ম হইতে অধিক। সেই দেশে পানির সঙ্কটা ছিল, তথায় একটি বিশেষ কূপ ছিল—উহা হইতে সাধারণতঃ বস্তিবাসিরা পানি সংগ্রহ করিয়া থাকিত। ঐ উট সেই কূপের সমুদয় পানি একাই পান করিয়া ফেলিত; ইহাতে বস্তিবাসীরা ভয়ানক বিরক্ত হইয়া উঠিল। ছালেহ্ (আঃ) আল্লাহ তায়ালার আদেশ অনুসারে এইরূপ মীমাংসা করিয়া দিলেন যে, এক দিনের পানি বস্তিবাসীগণ নিবে আর এক দিনের পানি ঐ উট পান করিবে। বস্তিবাসীরা নিজেরাই ঐ উট চাহিয়া লইয়াছিল, তাই তাহাদিগকে উহার ব্যয় বহনে বিরক্ত হওয়া উচিৎ ছিল না, কিন্তু তাহারা ঐ উটকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইল। ছালেহ্ (আঃ) তাহাদিগকে সতর্ক করিলেন এবং ঐরূপ কার্য্যের ফলে তাহাদের উপর আল্লাহ তায়ালার আজাব নামিয়া আসিবে বলিয়া সংবাদ দিলেন, কিন্তু তাহারা কোন কথাই গ্রাহ্য করিল না। সকলে মিলিয়া একজন লোককে উহার হত্যাকার্য্য সম্পন্ন করার জন্য সাব্যস্ত করিল এবং সকলে তাহার সাহায্য সমর্থন করিল। একদা সে ঐ উটকে হত্যা করিয়া ফেলিল। তাহাদের উপর আল্লাহ তায়ালার আজাব নামিয়া আসিল—এক বিকট শব্দের গর্জনে সমুদয় বস্তীবাসী মুহূর্তের মধ্যে ধ্বংস হইয়া গেল। পবিত্র কোরআনের বহু জায়গায় এই ঘটনার উল্লেখ আছে (চতুর্থ খণ্ড দ্রষ্টব্য)।

মদীনা হইতে তবুকের পথে ঐ বস্তি অবস্থিত; রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তবুকের অভিযানে ঐ বস্তি অতিক্রম করা কালে পূর্বোল্লিখিত হাদীছ সমূহের নির্দেশাবলী প্রদান করিয়াছিলেন।

আল্লার গজবের স্থানে উপস্থিত হইয়াও অন্তরে আল্লার ভয় সঞ্চারিত না হওয়া মস্তবড় কুলক্ষণ। এইরূপ নির্ভীকতার পরিণামে আল্লাহ তায়ালার গজব নামিয়া আসা বিচিত্র নহে, তাই নবী (দঃ) ছামুদ জাতির বস্তিতে পৌঁছিয়া নিজেও ভয়াক্রান্ত হইয়া আল্লার হুজুরে কাতরতা অবলম্বন করিলেন এবং সঙ্গীগণকে ঐ অবস্থা সঞ্চারের আদেশ করিলেন। এমনকি এক হাদীছে বর্ণিত আছে যে, নবী (দঃ) সকলকে ক্রন্দন সৃষ্টির আদেশ করিলেন, এবং বলিলেন, ক্রন্দন না আসিলে ক্রন্দনের ভাব ও অবস্থা নিশ্চয়ই অবলম্বন করিবে।

ঐ এলাকার কূপসমূহের পানি ব্যবহার করিতেও নিষেধ করিলেন, কারণ উহা আল্লাহদ্রোহী আল্লার গজবাক্রান্ত লোকদের ব্যবহৃত ছিল। অবশ্য ছালেহ্ আলাইহেচ্ছামের মোজেযার উটটি আল্লাহ প্রদত্ত বিশিষ্ট বস্তু ও বরকতের জিনিষ ছিল, তাই উহার ব্যবহৃত কূপ হইতে পানি পানের আদেশ দিয়াছিলেন।

১৫৭৩। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তবুক অভিযান হইতে প্রত্যাবর্তনে মদীনার নিকটবর্তী পৌঁছিয়া বলিলেন, মদীনাতে কিছু সংখ্যক লোক এইরূপ রহিয়াছে যাহারা তোমাদের প্রত্যেক পদে পদে তোমাদের সঙ্গীরূপে গণ্য ছিল; অথচ তাহারা মদীনায়ই অবস্থানরত। ছাহাবীগণ আশ্চার্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহারা মদীনাতেই অবস্থান করিতেছিল? উত্তরে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, হাঁ—তাহারা মদীনাতেই অবস্থানরত। অবশ্য জেহাদে অংশগ্রহণ করার জন্য তাহাদের অন্তর ভরা আকাঙ্খা ও ইচ্ছা ছিল, কিন্তু বাস্তব ওজর ও অক্ষমতার দরুণ তাহারা অংশ গ্রহণ করিতে পারে নাই।

বহির্বিশ্বের প্রতিনিধিদল সমূহের আগমন

অষ্টম হিজরীর শেষ ভাগে নবীজী (দঃ) মহাবিজয় তথা মক্কা ও উহার নিকটবর্তী সমুদয় এলাকার জয় লাভ করিলেন। সমগ্র আরবে মোসলমানদের বিজয় সূচিত হইল। ইহার মাত্র ৮/৯ মাস পরেই বহিঃ আরবে তৎকালীন বিশ্বের সর্বপ্রধান শক্তি রোমানরা বিরাট শক্তি লইয়া মদীনা আক্রমনের প্রস্তুতি করিতেছিল। নবীজী (দঃ) সংবাদ পাইয়া তাঁহার জীবনের সর্ববৃহৎ অভিযানে মদীনা হইতে দীর্ঘ এক মাসের পথ অগ্রসর হইয়া তাহাদের সীমান্তে পৌঁছিলেন এবং বিশ দিন তথায় তাহাদের অপেক্ষা করিলেন। অচিরেই তাহাদের মদীনা অক্রমনের সাধ মিটিয়া গেল। এইবার তৎকালীন বিশ্বের সর্বত্রই মোসলমানদের

প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইল। ফলে সমগ্র প্রতিবেশী এলাকা হইতে ইসলাম ও আনুগত্যের সওগাত লইয়া নবীজীর নিকট দলের পর দল প্রতিনিধিবৃন্দ আসিতে লাগিল; পবিত্র কোরআন যাহার ভবিষ্যদ্বানী করিয়াছিল—

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ

"অর্থাৎ—অচিরেই আপনার প্রতি আল্লার সাহায্য ও বিজয় সূচিত হইবে এবং দেখিতে পাইবেন—লোক-সমাজ দলে দলে আল্লার দ্বীনে আসিতেছে।" মহাবিজয়ের পর নবম হিজরীতে বিভিন্ন দেশ ও সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে নবীজীর নিকট বহু সংখ্যক প্রতিনিধিদলের আগমন হইয়াছিল। তাই ইতিহাসে নবম হিজরী সনকে "আ'মুল-ওফুদ—প্রতিনিধি দল আগমনের বৎসর" বলা হয়। সত্তরের অধিক প্রতিনিধিদল নবীজীর নিকট আসিয়াছিল।

তায়েফের প্রতিনিধিদল:

তবুক অভিযান হইতে মদীনা প্রত্যাবর্তনের পর পরই প্রথমে তায়েফবাসীদের প্রতিনিধি-দল মদীনায় উপস্থিত হইয়াছিল।

তায়েফ অভিযানের বর্ণনায় বলা হইয়াছিল, তায়েফবাসী ছকীফ গোত্র তাহাদের সুদৃঢ় কেল্লায় আশ্রয় লইয়া থাকে। রসুলুল্লাহ (দঃ) দীর্ঘ দিন কেল্লা ঘেরাও করিয়া রাখেন, কিন্তু চূড়ান্ত বিজয় সমাপ্ত হইয়া ছিল না। হযরত (দঃ) তথায় অধিক রক্তপাত করা বা সময় নষ্ট করা নিষ্প্রয়োজন মনে করিলেন এবং অভিযান মুলতবী রাখিয়া চলিয়া আসিলেন। কা'বা শরীফ হইতে বিদায় গ্রহণ স্বরূপ হযরত (দঃ) ওমরাব্রত পালন পূর্বক মদীনা পানে যাত্রা করিলেন। হযরত (দঃ) এখনও মদীনায় পৌঁছেন নাই—পথিমধ্যেই তায়েফবাসীদের বিশিষ্ট সর্দার ওরওয়া-ইবনে মসউদ হযরতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া ইসলাম গ্রহণ করিলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করিয়াই হযরতের নিকট অনুমতি চাহিলেন, নিজ এলাকায় ইসলাম প্রচারের। হযরত (দঃ) আশঙ্কা প্রকাশ করিয়া বলিলেন, তোমাদের এলাকাবাসী তোমাকে হত্যা না করিয়া ফেলে! ওরওয়া (রাঃ) বলিলেন, আমার প্রতি দেশের লোকগণ অত্যধিক ভালবাসা ও শ্রদ্ধা রাখে; কেহ আমার বিরোধীতা করিবে না। সেমতে ওরওয়া (রাঃ) তায়েফে আসিয়া নিজ গৃহ ছাদে উঠিলেন এবং লোকদেরকে সমবেত করিয়া তাহাদিগকে ইসলামের আহ্বান জানাইলেন; নিজের ইসলামও তাহাদের নিকট প্রকাশ করিলেন। তায়েফবাসীরা তাঁহার মান-মর্য্যাদার কোনই মূল্য দিল না—তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ মারিয়া ফেলিল। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার শহীদ হওয়ার সংবাদে অত্যন্ত মর্মাহত হইলেন।

ওরওয়া (রাঃ)কে শহীদ করার পর তায়েফবাসীদের মনে অবস্থার পরিবর্তন ঘটিল। তাহাদের সমবেত পরামর্শে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট প্রতিনিধিদল

প্রেরণ সাব্যস্ত হইল। তাহাদের মধ্যে আব্‌দ-ইয়ালীল নামক এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিল; তাহাকেই অপর পাঁচ ব্যক্তিসহ মদীনায় প্রেরণ করা হইল। হযরত (দঃ) তবুক অভিযান হইতে মদীনায় পৌছিয়াছেন সেই সময়েই উক্ত প্রতিনিধিদল মদীনায় উপস্থিত হইল। ইসলাম গ্রহণে তাহারা বিভিন্ন শর্ত আরোপ করিতে চাহিল—তাহারা নামায পড়া হইতে অব্যাহতি চাহিল। হযরত (দঃ) বলিলেন, নামাযহীন ধর্ম প্রাণহীন, অতএব নামায মাফ হইতে পারে না। তাহারা জেনা—ব্যভিচারের অনুমতি চাহিল। হযরত (দঃ) বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা জেনা হারাম ঘোষণা করিয়াছেন; উহার অনুমতি দেওয়া যায় না। তাহারা সুদের অনুমতিও চাহিয়াছিল; হযরত (দঃ) বলিলেন, সুদকে আল্লাহ তায়ালা নিষিদ্ধ করিয়াছেন উহারও অনুমতি দেওয়া যায় না। এই সব আলোচনার পর তাহারা হযরতের অসাক্ষাতে পরামর্শে বসিল; পরামর্শে ইহাই সাব্যস্ত করিল যে, সব কিছু স্বীকার করিয়া নেওয়াই কর্তব্য, নতুবা আমাদের পরিণাম মক্কাবাসীদের ন্যায়ই হইবে।

পুনঃ আলোচনা আরম্ভ করিয়া তাহারা এইবার শুধু একটি শর্ত চাহিল যে, আমাদের দেবীমূর্তি ভাঙ্গা হইবে না। হযরত (দঃ) বলিলেন, তাহা কখনও হইতে পারে না। অতঃপর তাহারা উহা ভাঙ্গিতে এক মাসের অবকাশ চাহিল; হযরত (দঃ) তাহাতেও সম্মত হইলেন না। সর্বশেষ অনুরোধ তাহাদের এই হইল যে, আমাদের নিজ হাতে আমরা উহা ভাঙ্গিব না। হযরত (দঃ) তাহাদের এই অনুরোধ রক্ষার স্বীকৃতি দিলেন। কারণ, নিজ হাতে উহা ভাঙ্গার মধ্যে অশিক্ষিত জনসাধারণের উত্তেজিত হওয়ার আশঙ্কা আছে, তাই উহা এড়াইয়া যাওয়াই শ্রেয়। অবশেষে তাহারা সমবেতভাবে ইসলাম গ্রহণ পূর্বক নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করিল। (আছাহ্‌-হুছ-সিয়ার, ৪৫০)

বনু-তামীম প্রতিনিধি দল:

বনু-তামীম প্রতিনিধি দল মদীনায় উপস্থিত হইল; তাহারা নিজেদের প্রভাব প্রতিষ্ঠাকল্পে সঙ্গে একজন বিশিষ্ট বাগ্মি বক্তা আর একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত কবি নিয়া আসিয়াছিল। তাহাদের বক্তা তাহাদের গোত্রীয় গর্ব বর্ণনায় বক্তৃতা দিল। হযরত (দঃ) উহার উত্তরে মদীনাবাসী ছাবেত ইবনে কায়েস (রাঃ) বিশিষ্ট বক্তাকে দাঁড়া করিলেন। তিনি নবীজীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও কর্মধারার বিবরণ দান করিলেন। অতঃপর তাহাদের কবি দাঁড়াইল এবং গোত্রীয় গর্ব বর্ণনায় কবিতা পাঠ করিল। হযরত (দঃ) উহার উত্তরে ছাহাবীগণের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ কবি হাচ্ছান (রাঃ)কে দাঁড়া করিলেন; তিনি নবীজীর প্রশংসায় চমৎকার এক কবিতা পাঠ করিলেন।

ছাহাবীগণের মধ্যে কোন জিনিষের অভাব ছিল না; বনু-তামীমরা স্বীকার করিল, আমাদের বক্তা অপেক্ষা মোসলমানদের বক্তা উত্তম, আমাদের কবি অপেক্ষা মোসলমানদের কবি উত্তম। অতঃপর তাহারা সমবেত ভাবে ইসলাম গ্রহণ করিল। (আছাহ-হুছ-সিয়ার ৩৪১)

১৫৭৪। **হাদীছ ঃ**— আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, বনু-তামীম সম্পর্কে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের তিনটি কথা শুনিবার পর হইতে তাহাদের প্রতি ভালবাসা আমার অন্তরে গাঁথিয়া গিয়াছে। রসুল (দঃ) বলিয়াছেন, (১) বনু তামীমগণ আমার উম্মতের মধ্যে দজ্জালের মোকাবিলায় সর্বাধিক কঠোর হইবে। (২) আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার নিকট ঐ গোত্রীয় একটি দাসী ছিল ; হযরত (দঃ) তাহাকে মুক্তি দেওয়ার আদেশ করিলেন এবং বলিলেন, সে ইসমাঈল (আঃ) পয়গাম্বরের বংশধর। (৩) উক্ত গোত্রের যাকাত-ফেৎরার মালামাল হযরতের নিকট উপস্থিত হইলে হযরত (দঃ) স্বাদরে গ্রহণ করিলেন এবং বলিলেন, ইহা আমার বংশধরের যাকাত-ফেৎরা। (নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামও ইসমাঈল আলাইহেচ্ছালামের বংশধর।)

বনু-হানিফার প্রতিনিধি দল ঃ

বনু-হানিফা গোত্র ইয়ামামা এলাকার অধিবাসী ছিল, তাহাদের বংশীয়ই ছিল ইতিহাস প্রতিষ্ক মিথ্যা নবী মোসায়লামাহ।

১৫৭৫। **হাদীছ ঃ**—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বর্তমানে মিথ্যাবাদী মোসায়লামাহ তাহার গোত্রীয় অনেক লোকের প্রতিনিধিদল সহ মদীনায় আসিয়াছিল। সে বলিতেছিল, মোহাম্মদ (দঃ) যদি আমাকে তাঁহার পরবর্তী স্থলাভিষিক্ত নির্দ্ধারিত করেন তবে আমি তাঁহার দলে যোগ দিব। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম প্রতিনিধি দলের সঙ্গে আলোচনা উদ্দেশ্যে তাহাদের অবস্থান গৃহে তশরিফ আনিলেন ; তাঁহার সঙ্গে ছাবেত ইবনে কায়স (রাঃ) ছিলেন। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হস্তে একটি খেজুর-ডালি ছিল ; হযরত (দঃ) উক্ত ডালির প্রতি ইশারা করিয়া মোসায়লামাহকে বলিলেন, তুমি আমার নিকট এই ডালিটির দাবী করিলে তাহাও আমি তোমাকে দেওয়ার স্বীকৃতি দিব না। আল্লার ফয়ছালা হইতে তুমি এক চুলও বাহিরে যাইতে পারিবে না ; তুমি যদি আমার আনুগত্য হইতে বিরত থাক তবে নিশ্চয় আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করিবেন ; আমি যাহা স্বপ্নে দেখিয়াছি তোমার পরিণতি তাহাই ঘটিবে। ইহাই আমার শেষ কথা ; অধিক আলোচনার ইচ্ছা হইলে আমার পক্ষে এই ছাবেত ইবনে কায়স কথা বলিবে—এই বলিয়া হযরত (দঃ) তথা হইতে চলিয়া আসিলেন।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উল্লিখিত স্বপ্নের বিবরণ আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, একদা আমি স্বপ্নে দেখিলাম, আমার হস্তদ্বয়ে দুইটি স্বর্ণ-কঙ্কন ; আমি উহাতে বিব্রত হইলাম। অতঃপর স্বপ্নেই আমাকে ওহী দ্বারা আদেশ করা হইল, কঙ্কনদ্বয়কে ফুৎকার মারিয়া দিন। আমি উহাদের প্রতি ফুৎকার মারিলে উভয়টি হাওয়ায় বিলীন হইয়া গেল।

হযরত (দঃ) বলিলেন, এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা আমি এই বুঝিয়াছি, আমার নবুয়ত প্রাপ্তির পরে দুই জন মিথ্যাবাদী নবী--একজন আসওয়াদে আনসী অপর জন মোসায়লা তাহাদের পরিণতি এইরূপ বিলুপ্তিই হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—মিথ্যা নবীদের বিস্তারিত বিবরণ ইনশা আল্লাহ তায়ালা পঞ্চম খণ্ডে আসিবে। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে বনু-হানিফা গোত্রীয় প্রতিনিধিদল তখন ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল, এমনকি মোসায়লামাহও। কিন্তু দেশে প্রত্যাবর্তনের পরে মোসায়লামাহ ইসলাম ত্যাগ করতঃ নবী হওয়ার দাবী করে; তাহার গোত্রীয় অনেক লোকও তাহার দলে যোগ দেয়। (আছাহ-হুস-সিয়ার ৪১৯) ঘটনার বিবরণ পঞ্চম খণ্ডে দ্রষ্টব্য।

ইয়ামনবাসীদের প্রতিনিধিদল :

১৫৭৬। হাদীছ :—আবু মসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ইয়ামানের দিকে ইশারা করতঃ বলিয়াছেন, ঈমান ঐ দেশে আছে; আর নিষ্ঠুরতা ও পাষাণ হৃদয় ঐ লোকদের মধ্যে হয় যাহারা উট-গরু চরায়—রবিয়া ও মোজার গোত্র যাহাদের বাসস্থান (মদীনা হইতে) পূর্ব দিকে।

১৫৭৭। হাদীছ :—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, ইয়ামনের লোকগণ তোমাদের নিকট আসিয়াছে—তাহাদের অন্তর সর্বাধিক কোমল, হৃদয় সর্বাধিক মোলায়েম। (ঈমানের প্রতি তাহাদের আকর্ষণ অধিক—) ঈমান যেন ইয়ামানের বস্তু এবং পরিপক্ক জ্ঞানও ইয়ামান দেশের বস্তু। উট-গরুর মালিকদের মধ্যে গর্ব ও অহংকার হইয়া থাকে এবং বকরী-ছাগলের মালিকগণ শান্ত ও ধৈর্য্যশীল হইয়া থাকে।

১৫৭৮। হাদীছ :—আবু হোরায়রা (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন—তোমাদের নিকট ইয়ামনবাসীরা আসিয়াছে; অন্তর তাহাদের অত্যন্ত কোমল, হৃদয় তাহাদের অত্যন্ত নরম। দ্বীন-ইসলামের বুঝ-জ্ঞান যেন ইয়ামন দেশীয় বস্তু এবং পরিপক্ক বিবেক-বুদ্ধিও যেন ইয়ামন দেশীয় বস্তু।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :— বিশ্বের অন্যতম খ্রীষ্টানদের চার্চ বা গির্জা ইয়ামনস্থিত "নাজরান" এলাকায় ছিল। উক্ত গির্জার পাদ্রিদের প্রতি ইসলামের আহ্বান জানাইয়া রসূলুল্লাহ (দঃ) লিপি পাঠাইয়াছিলেন। তাহাদেরও একটি প্রতিনিধি দল মদীনায় উপস্থিত হইয়াছিল; উক্ত ঐতিহাসিক নাজরান-প্রতিনিধিদলের উল্লেখও ইমাম বোখারী (রাঃ) এস্থানে করিয়াছেন। চতুর্থ খণ্ডে হযরত ঈসা আলাইহেচ্ছালামের বয়ানে উহার বিস্তারিত বিবরণ বর্ণিত হইবে।

আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিনিধিদল হইল—

তাঈ গোত্রের প্রতিনিধিদল ঃ

ইহা ইতিহাস প্রসিদ্ধ দানবীর হাতেম তাঈ-এর গোত্র; তখন হাতেম তাঈ জীবিত ছিলেন না। তাঁহার পুত্র আ'দী-ইবনে হাতেম ঐ সময় উক্ত গোত্রের প্রধান ছিলেন; তিনি নবীজীর নিকট উপস্থিত হইয়া ইসলাম গ্রহণ করেন এবং বিশিষ্ট ছাহাবীর মর্য্যাদা লাভে ভাগ্যবান হন।

উক্ত গোত্রের মন্দির ভাঙ্গিবার জন্য রসুলুল্লাহ (দঃ) আলী (রাঃ কে দেড় শত অশ্বারোহী মোজাহেদ সহ পাঠাইয়া ছিলেন। মোসলেম বাহিনীর অভিযান যাত্রার সংবাদ পাইয়া আ'দী-ইবনে হাতেম স্বীয় পরিবারবর্গ সহ সিরিয়ায় পলায়ন করিল। সে নিজে খৃষ্টান ছিল, তাই সিরিয়ার খৃষ্টানদের আশ্রয়ে চলিয়া গেল।

তখন হাতেম তাঈ-এর এক বৃদ্ধা মেয়েও ছিল; স্বীয় ভ্রাতা আ'দী-ইবনে হাতেমের আশ্রিতা ছিল। কিন্তু আ'দী পালাইবার সময় এই ভগ্নিকে সঙ্গে নেয় নাই। মোসলেম বাহিনীর আক্রমণে সে বন্দিণীরূপে মদীনায় উপনীত হয়। নবীজীর সম্মুখে তাহাকে উপস্থিত করা হইলে সে নিবেদন জানাইল, ইয়া রসুলাল্লাহ। আমার পিতা ইহজগতে নাই; আমার আশ্রয়দাতা আমাকে ফেলিয়া পালাইয়া গিয়াছে; আমি দুর্বল আমার প্রতি দয়া করুন। হযরত (দঃ) তাহাকে তাহার আশ্রয়দাতার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন; সে বলিল, হাতেমের পুত্র আ'দী। হযরত (দঃ) তাহাকে মুক্তি দিলেন এবং ভ্রাতার নিকট পৌঁছিবার জন্য একটি উট দিলেন। সে ভ্রাতার নিকট পৌঁছিয়া নবীজীর অত্যধিক প্রশংসা করিল। ভ্রাতা আ'দী ইবনে হাতেম এক প্রতিনিধি দলে মদিনায় উপস্থিত হইল; তখন নবীজী (দঃ) মসজিদে উপবিষ্ট। লোকদের মধ্যে বলাবলি হইতে লাগিল, হাতেমের পুত্র আ'দী আসিয়াছে। ইতিপূর্বে হযরত (দঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া ছিলেন, অচিরেই আ'দী পুত্র-হাতেমের হাত আমার হাতে আসিবে। হযরত (দঃ) আ'দীকে নিজ গৃহে নিয়া আসিলেন; একটি বিছানা বিছাইয়া উভয়ে উহার উপর বসিলেন। হযরত (দঃ) স্নেহভরে বলিলেন, হে আ'দী! তুমি কেন পলায়ন করিয়াছ? তুমি কি "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ – আল্লাহ ভিন্ন কোন মাবুদ নাই" ইহার স্বীকৃতি হইতে পালাইয়াছ? তুমি কি মনে কর, আল্লাহ ছাড়া অন্য মাবুদ আছে? আ'দী বলিল, না। হযরত (দঃ) আবার বলিলেন, তুমি কি "আল্লাহু আকবর—আল্লাহ—সর্বশ্রেষ্ঠ" ইহা হইতে পালাইয়াছ? তুমি কি মনে কর, আল্লাহ ছাড়া অন্য কেহ শ্রেষ্ঠ আছে? আ'দী বলিল, না। হযরত (দঃ) আরও বলিলেন, ইহুদীদের উপর আল্লার গজব রহিয়াছে এবং নাছারা—খৃষ্টানরা পথ ভ্রষ্ট। তৎক্ষণাৎ আ'দী ইসলাম গ্রহণ করিলেন। হযরতের মুখমণ্ডল আনন্দে উজ্জল হইয়া উঠিল। (আছাহ্‌হুছ সিয়ার ৪৬৯)

১৫৭৯। হাদীছ ঃ—আ'দী ইবনে হাতেম (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা এক প্রতিনিধি দলের মধ্যে খলীফা ওমরের নিকট আসিলাম। তিনি আমাদের এক একজনকে

নাম ডাকিয়া সাক্ষাৎ দান করিতে লাগিলেন; (আমাকে সর্বশেষে ডাকিলেন, তাই) আমার সাক্ষাৎকালে আমি বলিলাম, আমাকে চিনিতে পারিয়াছেন কি হে আমিরুল-মোমেনীন? তিনি বলিলেন, নিশ্চয়—তুমি ঐ ব্যক্তি যে (তোমার গোত্রীয়) লোকেরা যখন কাফের ছিল তখন তুমি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলে, লোকেরা যখন ইসলাম হইতে দূরে ছিল তখন তুমি ইসলামের প্রতি অগ্রসর হইয়াছিলে, লোকেরা যখন ইসলামের প্রতি শত্রুতা দেখাইয়াছে তখন তুমি উহাকে পূর্ণ ভালবাসা দিয়াছিলে, লোকেরা যখন ইসলামকে চিনে নাই তখন তুমি ইসলামকে চিনিয়া ছিলে।

আ'দী (রাঃ) বলিলেন, আপনি যখন আমার এতদূর স্বীকৃতি দিয়াছেন তখন আর আমার কোন অভিযোগ নাই।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—নবম হিজরী সনের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা আবু বকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পরিচালনায় ঐ বৎসরের হজ্জ সম্পাদন।

হজ্জ পূর্বেই ফরজ হইয়াছিল, কিন্তু মক্কা নগরী শত্রু কবলিত থাকায় পূর্বে হজ্জ সম্পাদন সম্ভব হয় নাই। অষ্টম হিজরী সনে মক্কা জয় হইল। নবম হিজরীতে বিভিন্ন কারণে নবী (দঃ) হজ্জ সম্পাদনে গেলেন না। হযরত (দঃ) আবুবকর (রাঃ)কে আমীরুল-হজ্জ বানাইয়া ঐ বৎসরের হজ্জ সম্পাদন করাইলেন।

ঘটনার সামান্য বিবরণ প্রথম খণ্ডে ২৪৫ নং হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে।

উসামা বাহিনী প্রেরণ

স্বয়ং হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নেতৃত্বে পরিচালিত সর্বশেষ অভিযান ছিল তবুকের অভিযান এবং হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কর্তৃক প্রেরিত সর্বশেষ বাহিনী ছিল উসামা বাহিনী। অন্তিম শয্যায় শায়িত অবস্থায় ইহজগৎ ত্যাগের মাত্র কয়েকদিন পূর্বে হযরত (দঃ) এই বাহিনী প্রেরণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এমনকি ঐ বাহিনীটি মদীনার অনতিদূরে থাকাবস্থায়ই হযরতের ইহ-জীবনের শেষ মুহূর্ত উপস্থিতির সংবাদ পাইয়া সকলেই যাত্রা ভঙ্গ করতঃ মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন।

১১ হিজরী সনের ছফর মাসের মাত্র দুই চারদিন বাকী রহিয়াছে, এমতাবস্থায় হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম রোম দেশের প্রতি অভিযান পরিচালনার ব্যবস্থা করিতে নির্দেশ দান করিলেন। হযরতের পোষ্য পুত্র যায়েদ ইবনে হারেছা (রাঃ) যাঁহার নেতৃত্বে অষ্টম হিজরীর জোমাদাল-উলা মাসে রোমানদের বিরুদ্ধে পূর্বে বর্ণিত মুতার অভিযান পরিচালিত হইয়াছিল এবং তিনি তথায় শহীদ হইয়াছিলেন, সেই যায়েদ

রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পুত্র উসামা (রাঃ)কে হযরত (দঃ) এই অভিযানের সর্বাধিনায়ক নিয়োগ করিলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) উসামা (রাঃ)কে ডাকিয়া বলিলেন, "উব্না" নামক স্থান—যথায় তোমার পিতা শহীদ হইয়াছিলেন তুমি সেই পর্য্যন্ত পৌছিয়া রোমানদের উপর আক্রমণ চালাইবে এবং গুপ্তচর ইত্যাদি সহ দ্রুতবেগে তথায় পৌছিতে চেষ্টাবান হইবে।

এই সময় রসুলুল্লাহ (দঃ) জ্বর ও মাথা ব্যাথায় আক্রান্ত ছিলেন; ইহাই ছিল হযরতের অন্তিম রোগ। এই রোগাক্রান্ত অবস্থায়ই হযরত (দঃ) নিজ হস্ত মোবারকে ঐ অভিযানের জন্য যুদ্ধ-ঝাণ্ডা বাঁধিয়া দিলেন এবং উহা উসামা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর হস্তে অর্পন করিয়া বলিলেন, বিসমিল্লাহ বলিয়া যাত্রা কর, আল্লার রাস্তায় জেহাদ কর, আল্লাহদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাও।

আবুবকর (রাঃ), ওমর (রাঃ), আবু ওবায়দাহ (রাঃ), সায়াদ (রাঃ) ইত্যাদি মোহাজের ও আনছারগণের বহু গণ্যমান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সহ বহু লোক এই অভিযানে অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইলেন। এই সম্পর্কে কোন কোন ব্যক্তি আপত্তি উত্থাপন করিল যে, যেই বাহিনীতে আবুবকর ও ওমরের ন্যায় ব্যক্তিবর্গ রহিয়াছেন, আঠার-বিশ বৎসরের যুবক এবং আরবের নীতি অনুসারে ক্রীতদাসের পুত্র উসামার ন্যায় ব্যক্তি সেই বাহিনীর নেতৃত্ব পদে নিয়োজিত হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এই আপত্তি সম্পর্কে জ্ঞাত হইলেন এবং দুঃখিত হইলেন। তিনি ব্যাথার যন্ত্রনায় মাথায় পট্টি বাঁধিয়া মসজিদে তশরীফ নিলেন এবং মিম্বারের উপর বসিয়া এই সম্পর্কে উত্তর প্রদান করিলেন। এই দিনটি রবিউল আউয়াল চাঁদের দশ তারিখ শনিবার ছিল।

ইহার পরদিন রবিবার, এইদিন হযরতের পীড়া কঠিন হইয়া পড়িল, এই অবস্থাতেও হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিতেছিলেন, উসামা বাহিনীর যাত্রা করিতে হইবে। উসামা (রাঃ) হযরতের নিকট উপস্থিত হইলেন। তখন হযরত (দঃ) বাকশক্তি পরিচালনায় অক্ষম হইয়া পড়িয়াছিলেন। হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম উসামা (রাঃ)কে দেখিয়া হস্তদ্বয় উপরের দিকে উত্তোলন করিলেন অতঃপর উসামার উপর রাখিলেন। উসামা (রাঃ) বুঝিতে পারিলেন যে, হযরত (দঃ) তাঁহার জন্য দোয়া করিতেছেন। তিনি মোজাহেদ-ক্যাম্পে চলিয়া আসিলেন। সোমবার দিন পুনঃ হযরতের খেদমতে উপস্থিত হইলেন, এই দিন হযরত (দঃ) কথা বলিতে সক্ষম ছিলেন। হযরত (দঃ) তাঁহাকে দোয়া করতঃ বিদায় দান করিলেন এবং যাত্রা করার আদেশ করিলেন।

উসামা (রাঃ) ক্যাম্পে চলিয়া আসিলেন এবং অভিযানে যাত্রা করার উদ্দেশ্যে সকলকে একত্রিত হওয়ার আদেশ দান করিলেন। যাত্রার ব্যবস্থা সম্পন্ন করা হইতেছিল, এমন

সময় উসামা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর মাতা দ্রুত লোক পাঠাইয়া এই সংবাদ দান করিলেন যে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অন্তিমকাল উপস্থিত হইয়া গিয়াছে। এই সংবাদ পাওয়া মাত্র যাত্রা স্থগিত রাখিয়া উসামা (রাঃ) এবং অন্যান্য ছাহাবীগণ দ্রুত হযরতের নিকট উপস্থিত হইলেন; তখন রসুলুল্লাহ (দঃ) শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছিলেন। ঐ দিনই দিনের শেষার্দ্ধে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম চির বিদায় গ্রহণ করিলেন; "ছাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহে আবারাকা অসাল্লাম।"

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বিদায় গ্রহণে সব কিছুই মুলতবী হইয়া গেল, অতঃপর আবুবকর (রাঃ) খলীফা নিযুক্ত হইলেন; তাঁহার সর্বপ্রথম কাজ হইল উসামা বাহিনীকে প্রেরণের পুনঃ ব্যবস্থা করা। এই সম্পর্কে অধিকাংশ ছাহাবী ভিন্ন মত প্রকাশ করিতে লাগিলেন। হযরতের এন্তেকালে চতুর্দিকে বিদ্রোহের এবং নানা রকম ভুল ধারণা সৃষ্টির হিড়িক উঠিতেছিল। এমতাবস্থায় তিন হাজার মোজাহেদ বাহিনীকে মদীনা হইতে বাহিরে প্রেরণ করাকে ঐ ছাহাবীগণ মদীনার জন্য আশঙ্কার কারণ মনে করিতে ছিলেন। সুতরাং তাঁহাদের সিদ্ধান্ত এই ছিল যে, বর্তমান অবস্থায় উসামা বাহিনী প্রেরণ বন্ধ রাখা হউক। ওমর (রাঃ) পর্য্যন্ত উসামা বাহিনী প্রেরণে খলীফা আবুবকরের বিরোধিতা করেলেন। তখন আবু বকর (রাঃ) ক্রোধ ভরে ওমর (রাঃ)কে তিরস্কার স্বরে বলিলেন, جبار في الجاهلية خوار في الاسلام "কাফের থাকাকালে ছিলে সিংহ; আর মোসলান-কালে হইয়াছ বিড়াল?"

তিনি আরও বলিলেন, নবীজীর হাতে গাঁথা ঝাণ্ডা আবু বকর খুলিতে পারে না; যদি অন্য কেহ যাইতে প্রস্তুত না-ও হয় তবুও উসামা বাহিনী প্রেরিত হইবে—উসামা অধিনায়ক হইবে এবং আবু বকর সাধারণ সৈনিক হইবে।

শেষ ফলে উসামা বাহিনী প্রেরিত হইল; উহার প্রতিক্রিয়া মোসলমানদের জন্য অত্যন্ত সুফলদায়ক হইল; মোসলমানদের প্রভাব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইতে বিশেষ সহায়ক হইল। এমনকি উসামা বাহিনী পূর্ণ উদ্যমের সহিত হযরতের নির্দেশিত এলাকায় পৌঁছিয়া আক্রমণ চালাইল, শত্রুপক্ষকে ভীষণভাবে হেস্তনেস্ত এবং ক্ষতিগ্রস্ত করিল। যেহেতু তখন ঐ দেশ দখল করা উদ্দেশ্য ছিল না, বরং শত্রুগণকে ঘায়েল করা এবং দুর্বল করাই উদ্দেশ্য ছিল, সেই উদ্দেশ্য সাধন করিয়া বিজয়-গৌরবের সহিত উসামা (রাঃ) তথা হইতে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

ষষ্ঠদশ অধ্যায়

সৃষ্টি জগতের বিভিন্ন তথ্য ও ইতিহাস

—o—

নিখিল সৃষ্টির আদি কথা

নিখিল সৃষ্টির আদি ও গোড়া সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকদের অনেক কথা রহিয়াছে, বস্তুতঃ ঐ সব কোন তথ্য নহে, উহা কিংবদন্তী বৈ নহে। এই তথ্যের উদ্ঘাটন বৈজ্ঞানিকের সামর্থেরও উর্দ্ধে; কারণ, বৈজ্ঞানিক ত নিজেই অনেক পরবর্তী সৃষ্টির একজন। অতএব এই তথ্য উদ্ঘাটনে তাহার প্রচেষ্টা অন্ধের হাতড়ানী তুল্যই হইবে। এ সম্পর্কে একমাত্র সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁহার ওহীপ্রাপ্ত প্রতিনিধি রসুলের কথাই হইবে সঠিক তথ্য—তাহাই হইবে গ্রহণযোগ্য।

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

وَهُوَ الَّذِىْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ

"আল্লাহ তায়ালাই সৃষ্টি-জগতকে প্রথমবারে (কোন প্রকার উপাদান ব্যতিরেকে) সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তিনিই উহাদিগকে মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করিবেন, যাহা তাঁহার পক্ষে খুবই সহজ।"

উপাদান ব্যতিরেকে বস্তু তৈরী করা অপেক্ষা বিকৃত বস্তুর পুনর্গঠন স্বাভাবিক জ্ঞানেই সহজ গণ্য হইয়া থাকে; অবশ্য আল্লাহ তায়ালার কার্য্যে উভয়ই সমান সহজ।

১৫৮০। হাদীছ:—এমরান ইবনে হোছাইন (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইলাম এবং তাঁহার গৃহের নিকটে আমার উটটি বাঁধিয়া রাখিলাম। তখন তাঁহার খেদমতে বনুতমীম গোত্রের কয়েক ব্যক্তি (সাহায্যের জন্য) উপস্থিত হইল। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর। তাহারা বলিল, আরও অনেকবার সুসংবাদ দান করিয়াছেন, এইবার সাহায্য প্রদান করুন। অতঃপর হযরতের নিকট ইয়ামন দেশের কতিপয় ব্যক্তি উপস্থিত হইল। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাহাদিগকে বলিলেন, ইয়ামনবাসীগণ! তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর; বনু-তমীমগণ ত উহা গ্রহণ করিল না। ইয়ামনবাসীগণ বলিল, আমরা আপনার সুসংবাদ স্বাদরে গ্রহণ করিলাম। তাহারা ইহাও বলিল, ইয়া রসুলুল্লাহ! আমরা সৃষ্টির গোড়ার কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য আসিয়াছি। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন—

كَانَ اللّٰهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُهُ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَكَتَبَ فِى الذِّكْرِ كُلَّ شَيْءٍ . خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ -

"আদি হইতে একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই ছিলেন, আল্লাহ তায়ালা ভিন্ন অন্য আর কিছুই ছিল না। (প্রথমে তিনি পানি সৃষ্টি করিলেন অতঃপর আরশ সৃষ্টি করিলেন;) তখন মহান আরশ পানির উপর ছিল এবং লাওহে-মাহফুজের মধ্যে তিনি (সৃষ্টি জগতের) সব কিছু লিখিয়া দিলেন। অতঃপর (সেই লেখা অনুপাতে প্রথমে) আসমান সমূহ এবং জমিন সৃষ্টি করিলেন। তারপর বিভিন্ন সৃষ্টিনিচয় সেই লেখা অনুপাতে সৃষ্টি করিতে থাকিলেন।)

এমরান (রাঃ) বলেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এতটুকু বর্ণনা দান করিলেন, এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি আমাকে ডাকিয়া বলিল, হে এমরান! তোমার উট ছুটিয়া গিয়াছে, তাই আমি উটের তালাশে চলিয়া গেলাম, উটটি বহুদূরে চলিয়া গিয়াছিল। যদি আমি উটের পরওয়া না করিয়া হযরতের বিবরণ শুনিতাম তবে ভাল ছিল।

অন্য এক হাদীছ ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বিশেষ ভাষণ দানে দাঁড়াইলেন এবং সৃষ্টির আদি ইতিহাস হইতে আরম্ভ করিয়া বেহেশত লাভকারীগণের বেহেশতে প্রবেশ করা পর্য্যন্তের এবং দোযখবাসীদের দোযখে প্রবেশ করা পর্য্যন্তের সমুদয় তথ্য ও বিবরণ আমাদের সম্মুখে প্রকাশ করিলেন। তন্মধ্যে যে যতটুকু স্মরণ রাখিতে সক্ষম হইয়াছে ততটুকুই স্মরণ রাখিয়াছে।

১৫৮১। হাদীছ:— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ شَتَمَنِى ابْنُ اٰدَمَ وَمَا يَنْبَغِى لَهُ اَنْ يَّشْتِمَنِى وَيُكَذِّبُنِى وَمَا يَنْبَغِى لَهُ اَمَّا شَتْمُهُ اِيَّاىَ فَقَوْلُهُ اِنَّ لِى وَلَدًا وَاَمَّا تَكْذِيْبُهُ فَقَوْلُهُ لَنْ يُّعِيْدَنِى كَمَا بَدَاَنِى

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন—রসুলুল্লাহ (দঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন, আদম-তনয় আমার গ্লানি করিতে লিপ্ত হইয়াছে, অথচ আমার গ্লানি করা তাহার পক্ষে অতীব দোষণীয় এবং আমার সত্যতা স্বীকার করে না, অথচ ইহাও তাহার জন্য অতীব দোষণীয়। আমার গ্লানি এই যে, সে বলে—আমার পুত্র কন্যা আছে। আমার সত্যতা অস্বীকার এই যে, সে বলে—আল্লাহ আমাকে প্রথম বারের ন্যায় পুনঃ জীবিত করিতে পারিবেন না বা করিবেন না।

● মানব সহ সকল সৃষ্টির আদি কথা উল্লিখিত আয়াত ও হাদীছদ্বয়ে এই প্রমাণিত হয় যে, নিখিল সৃষ্টি, এমনকি মানবকেও প্রথমেই আল্লাহ তায়ালা উহাদের নিজ নিজ স্বত্বায় সৃষ্টি করিয়াছেন ও করেন। অন্য কোন বস্তু বা জীব রূপান্তরিত হইয়া এই সব হয় নাই ও হয় না।

১৫৮২। হাদীছ :— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَضَى اللّٰهُ الْخَلْقَ كَتَبَ فِىْ كِتَابِهٖ

فَهُوَ عِنْدَهٗ فَوْقَ الْعَرْشِ اِنَّ رَحْمَتِىْ غَلَبَتْ غَضَبِىْ -

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বর্ণনা করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি জগতকে সৃষ্টি করার পর এই বিষয়টি লিখিত আকারে মহান আরশের উপর লিখিয়া দিয়াছেন যে, আমার রহমত আমার গজবের তুলনায় অধিক ও প্রবল আছে এবং থাকিবে।

● এই হাদীছের মর্ম সুস্পষ্ট যে, সৃষ্টি জগত আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক সৃষ্টি করায় অস্তিত্ববান হইয়াছে—স্বভাবতঃ (NATURALLY) নহে।

ব্যাখ্যা :—আল্লাহ তায়ালার রহমতের আধিক্য ও প্রাবল্যতার প্রতিক্রিয়া এই যে, অনেক ক্ষেত্রে বান্দা স্বীয় কার্য্য ও আমল দ্বারা রহমতের অধিকারী না হইলেও আল্লার রহমত তাহার নিকটে পৌঁছিতে থাকে, পক্ষান্তরে বান্দা স্বীয় কার্য্যকলাপে অপরাধী সাব্যস্ত না হওয়া পর্য্যন্ত সে আল্লার গজবে পতিত হয় না। অনেক ক্ষেত্রে অতি সাধারণ নেকীর অছিলায় বহু পরিমাণে আল্লার রহমত লাভ হইয়া থাকে, কিন্তু গজবের বেলায় সাধারণতঃ ঐরূপ হয় না। এতদ্ভিন্ন ইহাও উহার প্রতিক্রিয়া যে, এক একটি নেক আমলের ছওয়াব দশ গুণ হইতে সাত শত গুণ পর্য্যন্ত প্রদত্ত হয়, কিন্তু গোনাহের কাজে ঐরূপ হয় না। নেক আমলের শুধু নিয়্যেত করিলেই ছওয়াব লাভ হয়, কিন্তু সাধারণতঃ গোনাহের কাজ করিলে পর গোনাহ লেখা হয়—ইহাও উহারই প্রতিক্রিয়া।

অবশ্য আইনের ধারা অনুসারে অপরাধের নির্দিষ্ট শাস্তি প্রদত্ত হইবে—ইহা উহার পরিপন্থি নহে; অপরাধের শাস্তি বস্তুতঃ আইনের ধারা অনুসারেই হইয়া থাকে। সুতরাং অপরাধ ও শাস্তি উভয়ের সময় ও কালের সমতার প্রশ্নই উঠিতে পারে না; চুরি, ডাকাতি, অগ্নি সংযোগ ইত্যাদি অপরাধ অল্প সময়েই সংঘটিত হইয়া থাকে কিন্তু উহার শাস্তি তিন বৎসর ছয় বৎসর দশ বৎসর, এমনকি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডও হইয়া থাকে। অপরাধের ধারা অনুসারেই শাস্তি প্রদত্ত হয়। সময়ের সমতার প্রতি লক্ষ্য করা হয় না।

কুফুরী ও আল্লাদ্রোহীতার শাস্তি--অনন্তকাল দোযখের আজাব ভোগ করা এই শাস্তিও আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক নির্দ্ধারিত আইনের ধারা অনুসারেই হইবে। বিদ্রোহীদের শাস্তি-ধারায় শিথিলতা প্রদর্শন করা অনুগতদের প্রতি অবিচার করার শামিল।

আকাশ এবং ভুমণ্ডল উভয়ের সংখ্যা সাত :

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَّمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ

পবিত্র কোরআনের কথা—"আল্লাহ সেই মহান সৃষ্টিকর্তা যিনি সাত আসমান সৃষ্টি করিয়াছেন এবং জমিনও ঐ সংখ্যায় সৃষ্টি করিয়াছেন।" (২৮ পাঃ ১৮ রুঃ)

১৫৮৩। হাদীছ ঃ—আবু সালামাহ (রঃ) তাবেয়ীর বিরোধ ছিল কতিপয় লোকের সহিত জমির সীমানা লইয়া। তিনি আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার নিকট যাইয়া ঘটনা ব্যক্ত করিলেন। আয়েশা (রাঃ) তাঁহাকে বলিলেন, হে আবু সালামাহ! জমির ব্যাপারে সতর্ক থাকিও; রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি এক বিঘত পরিমাণ জমিও অন্যের উপর জুলুম করিয়া হাসিল করিবে কেয়ামতের দিন সাত জমিনের প্রতিটি হইতে ঐ পরিমাণ জমি তাহার গলায় বাঁধিয়া দেওয়া হইবে।

১১৮৪ এবং ১১৮৫নং হাদীছেও জমিনের সংখ্যা সাত হওয়ার বিষয়টি বর্ণিত আছে।

ঊর্দ্ধ জগতের সব কিছু আল্লার সৃষ্টি ঃ

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ (ভূ-খণ্ডের) নিকটতম আসমানকে আমি অসংখ্য আলোকমালায় সুসজ্জিত করিয়াছি।

১৫৮৪। হাদীছ ঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ مُكَوَّرَانِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর বর্ণনা—নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, সূর্য্য ও চন্দ্রকে কেয়ামতের দিন আলোহীন করিয়া দেওয়া হইবে।

১৫৮৫। হাদীছ ঃ— আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আকাশে মেঘের সঞ্চার দেখিলে বিচলিত হইয়া পড়িতেন; অন্দরে বাহিরে ছুটাছুটি করিতেন এবং তাঁহার চেহারা মোবারক মলিন হইয়া যাইত। অতঃপর যখন বৃষ্টি বর্ষিত তখন তিনি শান্ত হইতেন এবং তাঁহার অস্থিরতা দূর হইত। আয়েশা (রাঃ) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে ঐ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন, মেঘখণ্ড সম্পর্কে পূর্বাহ্নে কি বলিবার সাধ্য আছে? পূর্ববর্তী এক উম্মতের লোকগণ তাহাদের বস্তির দিকে মেঘমালা আসিতে দেখিয়া ভাবিয়াছিল, ইহা তাহাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করিবে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে উহা ভীষণ আজাবের বাহক ছিল। সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি এখনও ঘটিতে পারে।

ব্যাখ্যা ঃ— আলোচ্য হাদীছে যেই উম্মতের ঘটনার ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে তাহারা হইল হুদ আলাইহেচ্ছালামের উম্মত—আ'দ জাতি। তাহাদের ঘটনাটি পবিত্র কোরআনে ১৬ পারা, ছুরা আহক্বাফ, তৃতীয় রুকুতে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত আছে। তাহারা ইয়ামান

দেশের কোন এক মরু অঞ্চলে বসবাস করিত; তাহাদের নবী হযরত হুদ (আঃ) তাহাদিগকে এক আল্লার এবাদতের প্রতি আহ্বান করিলেন এবং আল্লাহ ভিন্ন অন্য কাহারও পূজা করা হইতে সতর্ক করিতে যাইয়া বলিলেন, আমি তোমাদের উপর ভীষণ আজাবের আশঙ্কা করিতেছি। তাহারা স্বীয় শেরেকীর উপর দৃঢ়তা প্রকাশ করতঃ উপহাস স্বরূপ সেই আজাবের দ্রুততা চাহিতে লাগিল। উহার উত্তরে হুদ (রাঃ) তাহাদিগকে বলিলেন, আজাব আসিবার নির্দিষ্ট তারিখ ত আমি অবগত নহি; উহা একমাত্র আল্লাহ জানেন; কিন্তু তোমরা বাস্তবিকই জ্ঞানশূন্য বোকা; নতুবা নিজেদের ধ্বংস নিজেরা কামনা করিতে না।

অতঃপর তাহারা দেখিতে পাইল, একটি বিরাট মেঘখণ্ড তাহাদের বস্তি-এলাকার দিকে আসিতেছে। ইহা দেখিয়া তাহারা আনন্দোফুল্লিত হইয়া বলিতে লাগিল, (হুদ নবী আমাদিগকে আজাবের ভয় দেখাইয়াছিল, অথচ আমরা ত সৌভাগ্যের নিদর্শন দেখিতে পাইতেছি—) এই ত মেঘমালা আসিতেছে, আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করিবে।

(আল্লাহ তায়ালা বলেন,) উহা বৃষ্টি বর্ষণকারী মেঘমালা নহে, বরং উহা ঐ আজাব যাহার দ্রুততা তোমরা কামনা করিতেছিলে। ইহা একটি ভীষণ তুফান—তোমাদের জন্য ভয়ঙ্কর আজাব বহন করিয়া আসিতেছে। এই তুফানী বাতাস স্বীয় সৃষ্টিকর্তার নির্দেশে তোমাদিগকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করিবে। বাস্তবে তাহাই হইল, সেই বাতাস প্রবল বেগে একাধারে সাত রাত্র আট দিন প্রবাহিত হইল, মানুষ ও পশুপাল ইত্যাদিকে উপরে উঠাইয়া জোরে নিক্ষেপ করতঃ ধ্বংস করিতে লাগিল; একটি প্রাণীও বাঁচিয়া থাকিল না। তাহাদের এলাকাটি নীরব নিস্তব্ধ হইয়া রহিয়া গেল। আল্লাহ বলেন, আমি অপরাধীদিগকে এইরূপের শাস্তিই দিয়া থাকি। (হে মক্কাবাসী!) আমি ঐ বস্তিবাসীগণকে তোমাদের তুলনায় অধিক বল-শক্তি দান করিয়াছিলাম এবং শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং বুদ্ধি ও বিবেকশক্তিও তাহাদিগকে দান করিয়াছিলাম কিন্তু এই শক্তিসমূহ তাহাদের কোনই কাজে আসিল না যখন আল্লাহ তায়ালার আয়াতসমূহকে এনকার করার দরুন তাহাদের উপহাস্য আজাব তাহাদেরে বেষ্টিত করিয়া ফেলিল।

● মেঘমালার আকৃতিতে ধ্বংসকারী আজাব আগমনের ঘটনা স্মরণ করিয়া হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মেঘমালা দেখিলে বিচলিত হইয়া পড়িতেন এবং যাবৎ উহা হইতে বৃষ্টি বর্ষিত হইয়া উহা আল্লার আজাব নয়, বরং আল্লার রহমত তাহা প্রতিপন্ন না হইত তাবৎ তিনি শান্ত হইতেন না।

যখন বৃষ্টি বর্ষণ আরম্ভ হইয়া ঐরূপ আজাবের আশঙ্কা দূরীভূত হইত তখন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আল্লার দরবারে এইরূপ আবেদন নিবেদন আরম্ভ করিতেন—

اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير اجل

"হে আল্লাহ! তৃষ্ণা নিবারক, তৃপ্তিদায়ক, শান্তি আনয়নকারী, উৎপন্ন-শক্তি বাহক, কল্যাণকর, ক্ষয়-ক্ষতিবিহীন বৃষ্টি অবিলম্বে দ্রুত আগমনকারীরূপে আমাদের উপর বর্ষণ কর।"

اللهم صيبا نافعا - اللهم سقيا نافعا

"হে আল্লাহ! কল্যাণ ও মঙ্গলজনক বৃষ্টি আমাদের উপর বর্ষণ কর।"

● আয়াতে স্পষ্টই উল্লেখ রহিয়াছে যে, ঝড়-তুফান বাহ্যিক দৃষ্টিতে নিম্নচাপ ইত্যাদি হইতে উৎপত্তি হইলেও বস্তুতঃ উহার "রব" তথা সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি করায়ই জন্ম নিয়া থাকে। এমনকি উহার প্রলয়ঙ্করী গতি এবং ধ্বংসলীলাও সৃষ্টিকর্তার আদেশেই হইয়া থাকে।

ফেরেশতা সম্পর্কে বর্ণনা

ফেরেশতাদের অস্তিত্ব ও তাঁহাদের সত্যবাদীতা, পবিত্রতা ইত্যাদি গুণাগুণে বিশ্বাস রাখা ইসলামের বিশেষ অঙ্গ; এই বিশ্বাস ব্যতিরেকে ঈমান পূর্ণ হইবে না, আখেরাতে মুক্তি পাওয়া যাইবে না। কারণ, ফেরেশতা অস্বীকারের আড়ালে কোরআন ও রসুলের অস্বীকার আসিবে।

কোন কোন ঈমানহীন দল বা ব্যক্তি ফেরেশতার অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া থাকে, তাহাদের ধারণা মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্য কোরআন শরীফে বহু আয়াত বিদ্যমান আছে, যে সব আয়াতের মধ্যে ফেরেশতার স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে। এতদ্ভিন্ন সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালার প্রেরিত রসুল বা প্রতিনিধির অনেক অনেক হাদীছেও ফেরেশতার উল্লেখ আছে। ইমাম বোখারী (রঃ) এস্থানে এরূপ ৩৫টি হাদীছ উল্লেখ করিয়াছেন তন্মধ্যে কতিপয় হাদীছ পূর্বে অনুবাদ হইয়াছে এবং কতিপয় হাদীছ সম্মুখে বিশেষ বিশেষ অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে অনুদিত হইবে। অবশিষ্ট কতিপয় হাদীছের অনুবাদ নিম্নে পেশ করা হইতেছে।

قال عبد الله رضى الله تعالى عنه

১৫৮৬। হাদীছঃ—

حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوْقُ قَالَ اِنَّ اَحَدَكُمْ يُجْمَعُ فِىْ بَطْنِ اُمِّهٖ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا نُطْفَةً ثُمَّ يَكُوْنُ عَلَقَةً مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ يَكُوْنُ مُضْغَةً مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ يَبْعَثُ اللّٰهُ مَلَكًا وَيُؤْمَرُ بِاَرْبَعِ كَلِمَاتٍ وَيُقَالُ لَهٗ اُكْتُبْ عَمَلَهٗ وَرِزْقَهٗ وَاَجَلَهٗ وَشَقِىٌّ اَوْ سَعِيْدٌ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيْهِ الرُّوْحُ فَاِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ لَيَعْمَلُ حَتّٰى مَا يَكُوْنُ بَيْنَهٗ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ اِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ كِتَابُهٗ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ وَيَعْمَلُ حَتّٰى مَا يَكُوْنُ بَيْنَهٗ وَبَيْنَ النَّارِ اِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ -

অর্থ—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, স্বয়ং সত্যবাদী ও সত্যের বাহক রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাদিগকে বলিয়াছেন, তোমাদের প্রত্যেকের সৃষ্টি-পদার্থ তথা মাতা-পিতার বীর্য্য চল্লিশ দিন পর্য্যন্ত মাতৃগর্ভে বীর্য্যাকারে থাকে (অবশ্য ধীরে ধীরে উহার পরিবর্তন সধিত হইতে থাকে।) অতঃপর রক্তপিণ্ডাকার ধারণ করে, তাহাও ঐরূপ (চল্লিশ দিন থাকে এবং ধীরে ধীরে পরিবর্তন সাধিত হইতে থাকে)। অতঃপর মাংসপিণ্ডাকার ধারণ করে, তাহাও ঐরূপ (চল্লিশ দিন থাকে)। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা একজন ফেরেশতাকে বিশেষরূপে পাঠান এবং ঐ ফেরেশতাকে চারিটি বিষয়ের আদেশ প্রদান করেন। আল্লার তরফ হইতে ঐ ফেরেশতাকে বলা হয়, এই ব্যক্তির (সমস্ত জীবনের) ক্রিয়াকলাপ (যাহা সে সম্পাদন করিবে, আলেমুল-গায়েব আল্লাহ তাহা জানেন, ফেরেশতাকে জানাই দেন—উহা) এবং তাহার জন্য নির্দ্ধারিত রিজিক লিখিয়া দাও, নির্দ্ধারিত জীবনকাল লিখিয়া দাও এবং ভাগ্যবান বা দুর্ভাগা তাহা লিখিয়া দাও।

(তখনকার নির্দ্ধারণ ও লিখন এতই সুদৃঢ় হয় যে, উহাতে কোন পরিবর্তন ঘটে না।) ঐ নির্দ্ধারণে ভাগ্যবান কোন ব্যক্তি (বাহ্যিক দৃষ্টিতে) দোযখের উপযোগী আমল করিতে থাকে, এমনকি মনে হয় তাহার ও দোযখের মধ্যে শুধু মাত্র এক হাত পরিমাণ ব্যবধান রহিয়াছে, এমতাবস্থায় তাহার জন্য পূর্বে লিখিত ও নির্দ্ধারিত সৌভাগ্যের নিদর্শন প্রকাশ হইয়া পড়ে—সে বেহেশতের উপযোগী আমল করে এবং বেহেশতে প্রবেশ হওয়ার সুযোগ লাভ করে। পক্ষান্তরে কোন ব্যক্তি (বাহ্যিক দৃষ্টিতে) বেহেশতোপযোগী আমল করিতে থাকে, এমনকি মনে হয় তাহার ও বেহেশতের মধ্যে শুধু মাত্র এক হাত পরিমাণ ব্যবধান রহিয়াছে এমতাবস্থায় তাহার জন্য পূর্বে লিখিত ও নির্দ্ধারিত দুর্ভাগ্যের নিদর্শন প্রকাশ পায়—সে দোযখোপযোগী আমল করে এবং দোযখে যাইতে বাধ্য হয়।

১৫৮৭। হাদীছ ঃ— عن انس رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَكَّلَ اللّٰهُ بِالرَّحِمِ مَلَكًا فَيَقُوْلُ اَىْ رَبِّ نُطْفَةٌ اَىْ رَبِّ عَلَقَةٌ اَىْ رَبِّ مُضْغَةٌ فَاِذَا اَرَادَ اللّٰهُ اَنْ يَّقْضِىَ خَلْقَهَا قَالَ يَا رَبِّ اَذَكَرٌ اَمْ اُنْثٰى اَشَقِىٌّ اَمْ سَعِيْدٌ فَمَا الرِّزْقُ فَمَا الْاَجَلُ فَيُكْتَبُ كَذٰلِكَ فِىْ بَطْنِ اُمِّهٖ ۝

অর্থ—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক গর্ভাশয়ের পর্য্যবেক্ষণের জন্য একজন ফেরেশতা নিয়োজিত রাখেন।

(সেই ফেরেশতা গর্ভজাত সন্তান সম্পর্কে স্বীয় কর্তব্যের নির্দেশ লওয়ার জন্য প্রত্যেক স্তরের সংবাদ সর্বজ্ঞ আল্লাহ তায়ালা সমীপে উল্লেখ করিয়া যাইতে থাকেন। প্রথম চল্লিশ দিন—যখন উহা বীর্য্যাকারে থাকে তখন) ঐ ফেরেশতা বলিয়া থাকেন, হে পরওয়ারদেগার। এখনও বীর্য্যাকার রহিয়াছে। অতঃপর (যখন রক্তপিণ্ড হয় তখন ফেরেশতা বলিয়া থাকেন,) হে পরওয়ারদেগার। এখন রক্তপিণ্ড হইয়াছে। অতঃপর (মাংসপিণ্ড হইলে) বলেন, হে পরওয়ারদেগার! এখন মাংসপিণ্ডে পরিণত হইয়াছে। অতঃপর যদি ঐ মাংসপিণ্ডকে আল্লাহ তায়ালা মানুষরূপে পরিণত করার ইচ্ছা করেন (এবং ফেরেশতা সেই সম্পর্কে আদিষ্ট হন) তবে ফেরেশতা আরজ করেন, হে পরওয়ারদেগার। পুরুষ হইবে না স্ত্রী? বদবখত হইবে না নেকবখত? এবং জিজ্ঞাসা করেন, তাহার জন্য কি (পরিমাণ ও প্রকার) রিজিক নির্দ্ধারিত হইবে? তাহার বয়স কত নির্দ্ধারিত হইবে? এইরূপে মানুষ মাতৃগর্ভে থাকাবস্থায়ই (তাহার প্রতিটি বিষয় আল্লাহ তায়ালার আদেশ অনুসারে) লিখিত হইয়া যায়। ৯৭৬ পৃঃ

১৫৮৮। হাদীছঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا اَحَبَّ اللّٰهُ الْعَبْدَ نَادٰى جِبْرَئِيْلَ اَنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَاَحْبِبْهُ فَيُحِبُّهُ جِبْرَئِيْلُ فَيُنَادِىْ جِبْرَئِيْلُ فِىْ اَهْلِ السَّمَاءِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَاَحِبُّوْهُ فَيُحِبُّهُ اَهْلُ السَّمَاءِ ثُمَّ يُوْضَعُ لَهُ الْقَبُوْلُ فِى الْاَرْضِ۔

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন বান্দা যখন আল্লাহ তায়ালার প্রিয়পাত্র সন্তুষ্টিভাজন হইয়া যায়, তখন আল্লাহ তায়ালা জিব্রাঈল ফেরেশতাকে ডাকিয়া বলেন,—আল্লাহ অমুক বান্দাকে ভালবাসেন, তুমিও তাহাকে ভালবাস। তখন জিব্রাঈল (আঃ) তাহাকে ভালবাসেন এবং জিব্রাঈল (আঃ) আসমানবাসী সকলের মধ্যে ঘোষণা করিয়া দেন যে, আল্লাহ তায়ালা অমুক ব্যক্তিকে ভালবাসেন, তোমরা সকলেই তাহাকে ভালবাসিবে। তখন আসমানবাসী সকলেই তাহাকে ভালবাসেন; অতঃপর জগতের মধ্যে ঐ ব্যক্তির সুনাম ছড়াইয়া দেওয়া হয়।

(وَاِذَا اَبْغَضَ اللّٰهُ عَبْدًا دَعَا جِبْرَئِيْلَ فَيَقُوْلُ اِنِّىْ اُبْغِضُ فُلَانًا فَاَبْغِضْهُ فَيُبْغِضُهُ جِبْرَئِيْلُ ثُمَّ يُنَادِىْ فِىْ اَهْلِ السَّمَاءِ اِنَّ اللّٰهَ يُبْغِضُ فُلَانًا فَاَبْغِضُوْهُ فَيُبْغِضُوْنَهُ ثُمَّ تُوْضَعُ لَهُ الْبَغْضَاءُ فِى الْاَرْضِ)

অর্থ—(পক্ষান্তরে যখন কোন ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার বিরাগভাজন হইয়া যায় তখন আল্লাহ তায়ালা জিব্রাঈল ফেরেশতাকে ডাকিয়া বলেন, অমুক ব্যক্তির প্রতি আমি অসন্তুষ্ট; তুমি তাহাকে ঘৃণা কর। তখন সে জিব্রাঈল ফেরেশতার নিকট ঘৃণার পাত্র হইয়া যায় এবং জিব্রাঈল (আঃ) আসমানবাসীদের মধ্যে ঘোষণা করিয়া দেন যে, অমুক ব্যক্তি আল্লার ঘৃণার পাত্র; তোমরা সকলে তাহাকে ঘৃণিত গণ্য করিও। তখন তাঁহারা সকলে তাহাকে ঘৃণিত গণ্য করেন, অতঃপর জগদ্বাসীদের অন্তরেও তাহার প্রতি ঘৃণার সৃষ্টি হয়। (মোসলেম)

ব্যাখ্যা:— কোন মানুষ আল্লাহ তায়ালার নিকট সন্তুষ্টিভাজন ও প্রিয়পাত্র কিম্বা বিরাগভাজন ও ঘৃণিত হওয়া সম্পর্কে ইহা একটি সাধারণ নিদর্শন ও পরিচয় যে, জগদ্বাসীদের অন্তরে তাহার প্রতি ভালবাসা বা ঘৃণার উদয় হইবে। তবে এ ক্ষেত্রে জগদ্বাসী বলিতে একমাত্র আল্লাহ-ভক্ত মোমেন-মোসলমানগণই উদ্দেশ্য, তাঁহারাই নির্ভরযোগ্য। কারণ, একমাত্র তাঁহারাই জগতের বুকে আল্লাহ তায়ালার সাক্ষী। পক্ষান্তরে যাহারা আল্লাহ ও আল্লার রসুলের দৃষ্টিতে চতুষ্পদ জানোয়ার তুল্য, বরং তদপেক্ষা অধম—এ ক্ষেত্রে তাহাদের কোন মূল্য বা স্থান নাই, তাহারা আল্লাহ তায়ালার সাক্ষী হইতে পারে না।

كه عيسى نتواں گشت بتصديق خرچند

"কতিপয় গর্দভের সাক্ষ্যে তুমি ঈসা গন্য হইতে পারিবে না"।

১৫৮৯। হাদীছ:— عن عائشة رضى الله تعالى عنها

اَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَنْزِلُ فِى الْعَنَانِ وَهُوَ السَّحَابُ فَتَذْكُرُ الْاَمْرَ قُضِىَ فِى السَّمَاءِ فَتَسْتَرِقُ الشَّيَاطِيْنُ السَّمْعَ فَتَسْمَعُهُ فَتُوْحِيْهِ اِلَى الْكُهَّانِ فَيَكْذِبُوْنَ مَعَهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ مِّنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ -

অর্থ—আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে এই বলিতে শুনিয়াছেন যে, ফেরেশতাগণ (কোন কোন সময়) মেঘমালার আড়ালে ঐ সমস্ত (জাগতিক) বিষয়সমূহের আলাপ আলোচনা করিয়া থাকেন সে সব সম্পর্কে আসমানের উপর (ফেরেশতাদের নিকট আল্লাহ তায়ালার) নির্দেশ পৌছিয়াছে।

ঐ আলাপ আলোচনা চলাকালীন দুষ্ট জ্বিনগণ গোপনে চোরাভাবে ঐ সমস্ত শুনিবার চেষ্টায় রত হইয়া থাকে এবং কিছু আলোচনা শুনিতে সক্ষম হয়। অতঃপর যে দুই একটি বিষয় শুনিয়াছে উহা গণক-ঠাকুর বা জ্যোতিষগণের নিকট পৌছাইয়া দেয়; তাহারা ঐ এক দুইটির সঙ্গে একশত মনগড়া মিথ্যা মিশ্রিত করিয়া লোকদের নিকট প্রকাশ করে।

● পাঠকবর্গ। উল্লিখিত হাদীছের বিষয়বস্তু সম্পর্কে আরও একটি হাদীছ আছে যাহা বোখারী শরীফেরই ৬৮২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে। হাদীছটি এই—

১৫৯০। হাদীছ ঃ— আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যখন আল্লাহ তায়ালা (জাগতিক) কোন বিষয় সম্পর্কে আসমানে ফেরেশতাদের নিকট কোন নির্দেশ প্রেরণ করেন তখন আল্লাহ তায়ালার আদেশের সম্মুখে পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশে ফেরেশতাগণ স্বীয় ডানা আন্দোলিত করিয়া থাকেন, যদ্দরুণ লৌহ শৃঙ্খলকে বড় পাথর খণ্ডের উপর নাড়াচাড়া করার ন্যায় শব্দ সৃষ্টি হয়। মহামান্বিত আল্লাহ তায়ালার আদেশের সম্মুখে নিজেকে বিলীন করিয়া দিয়া তাঁহারা হুস-চেতনাহারা হইয়া পড়েন এবং সমস্ত ফেরাশতাগণের উপরই এই অবস্থাটি পতিত হয়। অতঃপর ফেরেশতাদের চেতনা ফিরিয়া আসে যাহার বর্ণনা পবিত্র কোরআনে এইরূপ আছে—

فَاِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوْبِهِمْ قَالُوْا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِىُّ.....

"যখন তাঁহাদের চেতনা ফিরিয়া আসে তখন তাঁহারা আল্লাহ তায়ালার আদেশের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান পূর্বক পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া থাকেন যে, মহান পরওয়ারদেগার কি আদেশ করিয়াছেন? তাঁহারা একে অন্যকে ঐ আদেশের প্রতি পূর্ণ মর্যাদা দানকারী অনুগতরূপে প্রথমে এতটুকু বলেন যে, মহান আল্লাহ তায়ালা যে আদেশ করিয়াছেন তাহা বাস্তব ও শিরোধার্য্য; আল্লাহ তায়ালা সর্বশ্রেষ্ঠ মহান।" (অতঃপর তথায় তাঁহাদের মধ্যে ঐ আদেশকৃত বিষয় সম্পর্কে আলোচনা হয়) তখন লুকায়িত দুষ্ট জ্বিনগুলি গোপনে ঐ আলোচনা শুনিবার চেষ্টা করে এবং তাহারা নীচ হইতে উপরের দিকে আসমানের নিকটবর্তী স্থান পর্য্যন্ত একের উপর অন্য—এইরূপে সারি বাঁধিয়া থাকে। (এবং তাহারা এই চেষ্টা করে যে সর্বউর্ধে আসমানের নিকটবর্তী যে আছে সে তাড়াহুড়া ও সন্ত্রস্ততার মধ্যে দুই একটা শব্দ বা বাক্য যাহা শুনিতে পারিবে তাহা সে তৎক্ষণাৎ স্বীয় নিম্নস্থের প্রতি এবং সে তাহার নিম্নস্থের প্রতি—এইরূপে একের পর অন্যকে বলিয়া দিতে থাকিবে। কিন্তু ফেরেশতাগণ যখন ঐ দুষ্টদের সম্পর্কে অনুভব করিয়া ফেলেন তখনই তাহাদিগকে নক্ষত্র বা নক্ষত্রের আলো অগ্নিশিখার ন্যায় ছুড়িয়া মারেন।) কোন সময় ঐ নক্ষত্রটি শ্রবণকারী জ্বিনের দেহে বিদ্ধ হইয়া পড়ে এবং সে ভস্মীভূত হইয়া যায়—তাহার নিম্নস্থ জ্বিনের প্রতি ঐ শ্রুত বাক্যটি পৌঁছাইবার পূর্বেই, (এমতাবস্থায় ঐ বাক্যটি নিম্নদিকে আর আসিতে পারে না।) এবং কোন কোন সময় এইরূপও হয় যে, নক্ষত্রটি দেহে বিদ্ধ হওয়ার পূর্বেই সে স্বীয় নিম্নস্থের প্রতি বাক্যটি পৌঁছাইয়া দিতে সক্ষম হয়; এমতাবস্থায় একের পর অন্য এইরূপে ঐ বাক্যটি ভূ-পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছে। এবং সেই দুষ্ট জ্বিনগণ কর্তৃক উহা জ্যোতিষী—গণক-ঠাকুরগণের নিকট

পৌঁছে। সেই জ্যোতিষী ঐ বাক্যটির সঙ্গে একশত (তথা অনেক) মিথ্যা জড়িত করিয়া অন্যের নিকট বলে। তাহার ঐ সব মিথ্যার সঙ্গে ঐ একটি সত্যও যেহেতু জড়িত আছে এবং ঐ সত্যটি বাস্তবে পরিণত হইতে দেখা যায়, তাই ঐ একটি মাত্র সত্যের প্রভাবে তাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া লওয়া হয়। প্রত্যেকেই ঐ একটি কথার উল্লেখ করিয়া বলে যে, অমুক দিন সে আমাদিগকে এইরূপ কথা বলিয়াছিল তাহা ত সত্য হইয়াছে। আসমান হইতে আমদানীকৃত ঐ একটি মাত্র বিষয় সম্পর্কে প্রত্যেকেই ঐরূপ মন্তব্য করিতে আরম্ভ করে। (কিন্তু এই জ্যোতিষীর যে, অপর একশত কথা মিথ্যা প্রমাণিত হইয়াছে তাহার প্রতি কেহ লক্ষ্যও করে না।) ৬৮২ পৃঃ

ব্যাখ্যা :—আলোচ্য হাদীছের কতিপয় বিষয়ের বিবরণ। (১) মহান আল্লাহ তায়ালার আদেশ শ্রবণের প্রতিক্রিয়ায় ফেরেশতাগণের অবস্থা বর্ণনার যে আঘাতখানা উল্লেখ করা হইয়াছে উহা পবিত্র কোরআনে ২২ পারা ছুরা ছাবা ৩ রুকুতে আছে। ফেরেশতাদের ঐ অবস্থার বিবরণ দানের উদ্দেশ্য এই যে, যাহারা আল্লাহ ভিন্ন অন্য কাহারও এবাদত উপাসনা করে এবং ঐ সব গর্হিত মাবুদকে মহান আল্লাহ তায়ালার সমকক্ষ বা ভাল-মন্দের ক্ষমতায় ক্ষমতাবান মনে করে তাহাদের এই বিশ্বাস ও ধারণার অসাড়তা প্রতিপন্ন করার জন্য বলা হইতেছে যে—আল্লাহ তায়ালা কত মহান কত মহান যে, সৃষ্ট জগতের সর্বাধিক পবিত্রাত্মা ফেরেশতা পর্য্যন্ত আল্লাহ তায়ালার আদেশ ও তাঁহার মহত্বের সম্মুখে ঐরূপে বিলীন ও বিগলিত হইয়া যান। এমতাবস্থায় ঐ সবকে বা তাঁহাদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুকে আল্লাহ তায়ালার ন্যায় উপাস্য বা কর্মকর্তা সাব্যস্ত করা কতই না বোকামী কতই না অন্যায়! এতদ্ভিন্ন আল্লাহ তায়ালার আদেশের প্রতি পবিত্রাত্মা ফেরেশতাদের ঐরূপ আনুগত্য ও মর্য্যাদা প্রদান দৃষ্টে মানবকে তাহার কর্তব্যে স্বচেতন করা উদ্দেশ্যেও উহার বর্ণনা দান করা হইয়াছে।

(২) দুষ্ট জিনগণের প্রচেষ্টা সম্পর্কে যে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন স্থানে উহারও উল্লেখ আছে—১৪ পারা, ৩ রুকুতে আছে—

جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ - وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ -
إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ -

"আমি আকাশে বড় বড় নক্ষত্র সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছি এবং প্রকাশ্য দৃষ্টিতে ঐগুলাকে আকাশের জন্য শোভা ও সজ্জা বানাইয়াছি, ঐগুলার দ্বারা আকাশের রক্ষণাবেক্ষণ-কার্য্য সমাধা করিয়াছি প্রত্যেক প্রতারিত শয়তান (দুষ্ট জিন) হইতে। অবশ্য কোন কোন শয়তান লুকায়িতভাবে গোপনে কিছু শ্রবণের চেষ্টা করে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ প্রকাশ্য অগ্নিশিখার ন্যায় একটি বস্তু তাহার প্রতি নিক্ষিপ্ত ও ধাবিত হয়।"

২৩ পারা ছুরা ছাফফাত এর আরম্ভে আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ نِ الْكَوَاكِبِ - وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ مَّارِدٍ -
لَا يَسَّمَّعُوْنَ اِلَى الْمَلَاِ الْاَعْلٰى وَيُقْذَفُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ - دُحُوْرًا وَّلَهُمْ
عَذَابٌ وَّاصِبٌ - اِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ ثَاقِبٌ

"আমি ভূ-খণ্ডের নিকটস্থ তথা সর্বনিম্ন আকাশকে নক্ষত্রমালার শোভায় শোভিত করিয়াছি এবং উহা দ্বারা আকাশকে প্রত্যেক দুষ্ট শয়তান হইতে হেফাজত করার ব্যবস্থা করিয়াছি; যদ্দরুণ দুষ্ট শয়তানরা ঊর্দ্ধস্থানীয় ফেরেশতাগণের সমাবেশে আলোচিত কোন বিষয় শ্রবণ করিতে সক্ষম হয় না। এবং ঐরূপ চেষ্টা করিতে দেখা গেলে তাহাদিগকে প্রত্যেক দিক হইতে ঢিল স্বরূপ নক্ষত্র নিক্ষেপ করিয়া সাময়িকরূপে তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেওয়া হয়; অধিকন্তু তাহাদের জন্য চিরশাস্তি নির্দ্ধারিত রহিয়াছে। (ফেরেশতাগণের আলোচনা শ্রবণ করা হইতে এইরূপে শয়তানদেরকে হাঁকাইয়া রাখা হয়) অবশ্য যদি কোন শয়তান দৈবাৎ কোন বাক্য শুনিতে সক্ষম হইয়া বসে তবে তৎক্ষনাৎ জলন্ত অগ্নি-শিখার ন্যায় একটি বস্তু তাহার প্রতি নিক্ষিপ্ত ও ধাবিত হয়।"

এতদ্ভিন্ন এক দল জ্বিন "বত্‌নে-নখলা" নামক স্থানে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে ফজরের নামাযে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করিতে শুনিয়া ঈমান গ্রহণ পূর্বক স্বজাতীদের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে ঈমানের প্রতি আহ্বান জানাইয়া ছিলেন। ঐ ঘটনাটি রসুলুল্লাহ (দঃ) স্বয়ং জ্ঞাত ছিলেন না, আল্লাহ তায়ালা অহী মারফৎ তাঁহাকে ঐ ঘটনা বিস্তারিত রূপে জ্ঞাত করিয়াছিলেন। এই বিষয়টি এবং ঐ জ্বিনগণ স্বজাতীদের সম্মুখে যে বক্তব্য পেশ করিয়াছিলেন উহার বর্ণনা দান পূর্বক একটি বিশেষ ছুরা নাযেল হয় যাহাকে ছুরা জ্বিন বলা হয়। ২৯ পারায় ঐ ছুরার মধ্যে ঐ জ্বিনদের বক্তব্য রূপে ইহাও উল্লেখ আছে।

وَاَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنٰهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيْدًا وَّشُهُبًا - وَاَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ
مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَّسْتَمِعِ الْاٰنَ يَجِدْ لَهٗ شِهَابًا رَّصَدًا -

অর্থ—ইতিমধ্যে আমরা আকাশের নিকটবর্তী হইয়া দেখিতে পাইলাম উহা ভীষণ কড়া পাহারায় পরিপূর্ণ এবং নক্ষত্রসমূহ (আমাদিগকে নিক্ষেপ করার জন্য) সর্বত্র মোতায়েন। পূর্বে আমরা (আকাশে ফেরেশতাগণের আলাপ-আলোচনা) শুনিবার উদ্দেশ্যে আকাশের নিকটবর্তী বিভিন্নস্থানে বসিয়া থাকিতাম, কিন্তু এখন যে-ই শ্রবণের চেষ্টা করে সে-ই উপস্থিত অগ্নিশিখারূপ আঘাতকারী নক্ষত্রের সম্মুখীন হয়।

অর্থাৎ হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আবির্ভাবের পূর্বে দুষ্ট জিনরা আকাশের নিকটবর্তী যাইবার সুযোগ পাইয়া থাকিত তখন নক্ষত্র নিক্ষেপে এত কড়াকড়ি ছিল না। যখনই হযরতের আবির্ভাব হইল তখন হইতে নক্ষত্র নিক্ষেপের ব্যবস্থা কঠোরতর করতঃ কড়া পাহারার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইল। এই পরিবর্তনের দ্বারা জিনরা উপলব্ধি করিতে পারিল যে, জগতে কোন বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি হইয়াছে বা হইবে এবং তাহারা ঐ সম্ভাব্য আলোড়নের খোঁজে চতুর্দিকে বাহির হইয়া পড়িল। আরব এলাকার প্রতি যে দলটি আসিয়াছিল তাহারাই "বত্নে-নখলা" নামক স্থানে রসুলুল্লাহ (দঃ)কে ফজরের নামায পড়া অবস্থায় পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করিতে পাইয়া তথায় দাঁড়াইল এবং তাহারা দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাইল যে, আকাশের হেফাজত ও পাহারার পরিবর্তন সাধন এই বস্তুর খাতিরেই হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা ঈমান লাভ করিয়া দ্রুত স্বজাতীগণের প্রতি ছুটিয়া আসিলেন এবং তাহাদিগকে ঈমান গ্রহণের প্রতি আহ্বানে বিশেষ জোরালোভাবে ভাষণ দান করিলেন। তাঁহাদের সেই ভাষণ আল্লাহ তায়ালা সুরা-জিনের মধ্যে বর্ণনা করিয়াছেন।

(৩) জ্যোতিষী পণ্ডিতদের কার্য্যাবলীর মূল তথ্য উদ্‌ঘাটন পূর্বক তাহাদের প্রতি সাধারণ লোকদের আকৃষ্টতার মূল কারণও এই হাদীছে ব্যক্ত করা হইয়াছে। তাহাদের কার্য্যাবলীর সূত্র অনেক প্রকারের হয়। আলোচ্য হাদীছে একটি সূত্র উল্লেখ পূর্বক উহার অসারতা এবং একটি মাত্র অসম্পূর্ণ মূল বিষয়ের সঙ্গে একশতটি মিথ্যা জড়িত হওয়া সম্পর্কে আল্লার রসুল বর্ণনা দান করিয়াছেন, ঐ কার্য্যের অন্যান্য সূত্রগুলিও তদ্রূপই। সুতরাং তাহাদের গণনার প্রতি আস্থা স্থাপন করা নাজায়েয এবং এই কার্য্যের জন্য তাহাদের নিকট যাওয়া হারাম এবং তাহারা গায়েবের কথা বলিতে পারে এইরূপ বিশ্বাস রাখা শেরেকী গোনাহ।

১৫৯১। হাদীছ:—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী (দঃ) তাঁহাকে বলিলেন, হে আয়েশা! ঐ দেখ - জিব্রিল (আঃ) তোমাকে সালাম বলিতেছেন। আয়েশা (রাঃ) বলিলেন—وعليه السلام ورحمة الله وبركاته (ইয়া রসুলুল্লাহ!) আপনিত এমন জিনিষও দেখিয়া থাকেন যাহা আমরা দেখি না।

১৫৯২। হাদীছ:—ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একদা জিব্রিল (আঃ) কে বলিলেন, আপনি আমার নিকট যতবার আসিয়া থাকেন আরও অধিকবার কেন আসেন না? জিব্রিলের পক্ষ হইতে ঐ প্রশ্নের উত্তর স্বরূপ পবিত্র কোরআনের আয়াত নাযেল হইল—

وَمَا نَتَنَزَّلُ اِلَّا بِاَمْرِ رَبِّكَ . لَهٗ مَا بَيْنَ اَيْدِيْنَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذٰلِكَ

অর্থ—আমরা আপনার পরওয়ারদেগারের আদেশ ব্যতিরেকে কোথাও আসিতে পারি না; আমাদের পূর্ববর্তী, পরবর্তী এবং মধ্যস্থলের সবই মহান আল্লাহ তায়ালার অধীনস্থ।
(.৬ পারা ছুরা মরিয়ম ৪ রুকু)

১৫৯৩। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি একটি গদি বা আসন ক্রয় করিয়া গৃহে রাখিলেন, উহাতে ছবি ছিল। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম গৃহের দরওয়াযায় পৌঁছিলেই তাঁহার দৃষ্টি উহার উপর পতিত হইল। তিনি গৃহে প্রবেশ করিলেন না, দরওয়াযায় দাঁড়াইয়া রহিলেন এবং ক্রোধে তাঁহার চেহারার বর্ণ পরিবর্তিত হইতে লাগিল। আয়েশা (রাঃ) বলেন—আমি আরজ করিলাম, স্বীয় গুনাহ হইতে আল্লাহ তায়ালার দরবারে তওবা করিতেছি, আমার কসুর কি হইয়াছে? হযরত (দঃ) বলিলেন, এই গদিটি কেন? আমি আরজ করিলাম, আপনি উহার উপর বসিবেন এবং বিছানা রূপে ব্যবহার করিবেন এই উদ্দেশ্যে ক্রয় করিয়াছি। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন—

أَمَا عَلِمْتِ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَأَنَّ مَنْ صَنَعَ الصُّوَرَ يُعَذَّبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ ۝

"তুমি কি জাননা যে, (রহমতের) ফেরেশতাগণ ঐ ঘরে প্রবেশ করেন না যেই ঘরে ছবি থাকে। এবং যে ব্যক্তি ছবি বানাইবে (আকিয়া বা যে কোন উপায়ে) তাহাকে কেয়ামতের দিন শাস্তি দেওয়া হইবে এবং (তিরস্কার ও ধমক স্বরূপ) বলা হইবে, যেই আকৃতি তুমি বানাইয়াছ উহার মধ্যে জীবন দিতে হইবে।"

১৫৯৪। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা তিনি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, ওহোদের যুদ্ধ-ময়দানে আপনি যেরূপ আঘাত ও ব্যাথা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ততোধিক ব্যাথাও কি কোন ঘটনায় পাইয়াছেন? রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, কোরায়েশ বংশীয়দের পক্ষ হইতে অনেক অনেক ব্যথাই আমি পাইয়াছি; সর্বাধিক ব্যথা পাইয়াছি যখন আমি (কোরায়েশগণ কর্তৃক অত্যাচারিত ও বাধ্য হইয়া) "তায়েফ" নগরীতে উপস্থিত হই এবং তথায় আমি তথাকার সরদারের আশ্রয় চাহিলাম, কিন্তু সে তাহা করিল না, (বরং আমি তথাকার লোকগণ কর্তৃক প্রস্তর বৃষ্টিতে ভীষণভাবে প্রহারিত হইলাম। এমন কি আমি রক্তাক্ত হইয়া চৈতন্যহারা অবস্থায় দিশাহারার ন্যায় সম্মুখ দিকে চলিতে লাগিলাম।) এই অবস্থায় আমি "কর্‌নে-ছায়ালেব" নামক স্থানে পৌঁছিলে আমার চৈতন্য ফিরিয়া আসিল। তখন আমি উপর দিকে তাকাইলাম এবং দেখিলাম, একটি মেঘখণ্ড আমাকে ছায়া দান করিতেছে; উহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করিয়া উহাতে জিব্রিল আলাইহেচ্ছাল্লামকে দেখিতে পাইলাম। তিনি আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, আপনার বংশধর কোরায়েশরা দ্বীন-ইসলামের

প্রতি আপনার আহ্বানের কি উত্তর দিয়াছে এবং তাহারা আপনার সঙ্গে কি ব্যবহার করিয়াছে (যদ্দরুন আপনি এই নগরে আসিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং এইরূপে প্রহারিত হইয়াছেন;) সব কিছু আল্লাহ তায়ালা জ্ঞাত আছেন এবং তিনি আপনার প্রতি পাহাড়-পর্বতের ব্যবস্থাপনার ভারপ্রাপ্ত ফেরেশতাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন, আপনি নিজ ইচ্ছানুযায়ী তাহাকে আদেশ করিতে পারেন।

তৎক্ষণাৎ ঐ ভারপ্রাপ্ত ফেরেশতা আমাকে ডাকিয়া সালাম করিলেন এবং হে মোহাম্মদ! (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম) বলিয়া ঐ কথাই বলিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি ইচ্ছা করেন? যদি আপনি ইচ্ছা করেন যে, এই লোকদিগকে ধ্বংস করার জন্য নগরীর দুই দিকের দুইটি পাহাড়কে একত্র করিয়া ফেলি তবে তাহাই করিব। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তদুত্তরে বলিলেন, বরং আমি এই আশা পোষণ করি যে, (তাহারা জীবিত থাকুক এবং) তাহাদের ঔরসে এরূপ লোকের জন্ম হউক যাহারা এক আল্লাহ তায়ালার বন্দেগী করিবে—আল্লার সঙ্গে কাহাকেও শরীক করিবে না।

১৫৯৫। **হাদীছ**:—আয়েশা (রাঃ) এইরূপ মত প্রকাশ করিতেন যে, কোন ব্যক্তি যদি বলে, মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু অলোইহে অসাল্লাম (বাহ্যিক দৃষ্টিতে এবং প্রকৃত প্রস্তাবে) স্বীয় পরওয়ারদেগার (আল্লাহ তায়ালা)কে দেখিয়াছেন তবে সে মস্ত বড় ভুল করিবে। এতদশ্রবণে মছরুক (রঃ) আয়েশা (রাঃ) কে জিজ্ঞাসা করিলেন, কোরআনের আয়াত—

ثُمَّ دَنٰى فَتَدَلّٰى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى

"অতঃপর নিকটবর্তী হইলেন এবং আরও অধিক নিকটবর্তী হইলেন, এমনকি উভয়ের মধ্যে অতি অল্প ব্যবধানই বাকি থাকিল।" এই আয়াতের তাৎপর্য কি? আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, এই আয়াতের উদ্দেশ্য জিব্রিল ফেরেশতা।

জিব্রিল (আঃ) (প্রকাশ্যে হযরতের সাক্ষাতে আসিলে) সাধারণতঃ মানুষের আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করিতেন। উক্ত আয়াতে যে ঘটনার উল্লেখ হইয়াছে সেই ঘটনায় জিব্রিল ফেরেশতা তাঁহার আসল আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার দেহ এত বড় ছিল যে, আকাশের কিনারা পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল।

ব্যাখ্যা:—হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ইহ জীবনকালে আল্লাহ তায়ালাকে দেখিয়াছিলেন কি না—সে সম্পর্কে ছাহাবাদের মধ্যে মতভেদ ছিল; কোন কোন ছাহাবীর অভিমত এই ছিল যে, মে'রাজ উপলক্ষে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আল্লাহ তায়ালাকে দেখিয়াছিলেন। আয়েশা (রাঃ) এবং আরও কোন কোন

ছাহাবীর অভিমত এই ছিল যে, ইহজীবনে কেহ আল্লাহ তায়ালাকে দেখিতে সক্ষম হইতে পারে না, তাই হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ইহজীবনে আল্লাহ তায়ালাকে দেখেন নাই। ছাহাবীগণের এই মতভেদ পরবর্তীকালের ইমামগণের মধ্যেও এই সম্পর্কে মতভেদের কারণ হইয়াছে, এমনকি শেষ পর্য্যন্ত এই বিষয়টি অমীমাংসিতই রহিয়া গিয়াছে।

১৫৯৬। হাদীছ :— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا دَعَا الرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ اِلٰى فِرَاشِهِ

فَاَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ لَعَنَتْهَا الْمَلٰئِكَةُ حَتّٰى تُصْبِحَ

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, স্বামী যদি স্ত্রীকে স্বীয় বিছানার প্রতি ডাকে এবং স্ত্রী তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করে যদ্দরুন স্বামী অসন্তুষ্টির সহিত রাত্রি যাপন করিয়াছে, তবে সেই স্ত্রীর রাত্রি এই অবস্থায় অতিবাহিত হয় যে, ফেরেশতাগণ ভোর পর্য্যন্ত সারা রাত্র তাহার প্রতি লানৎ অভিশাপ বর্ষণ করিতে থাকেন।

১৫৯৭। হাদীছ :—ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, মে'রাজ উপলক্ষে আমি মুছা আলাইহেচ্ছালামকে দেখিয়াছি—তিনি শ্যামবর্ণ, দীর্ঘ কায়াবিশিষ্ট, মাথার চুল কুঞ্চিত, "শানুয়া" গোত্রীয় লোকের ন্যায়। এবং ঈসা আলাইহেচ্ছালামকে দেখিয়াছি—তিনি মধ্যম রকমের কায়াবিশিষ্ট, সমুদয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই মধ্যমাকারের শরীরের রং সুন্দর, মাথার চুল সোজা। এবং দোযখের তত্ত্বাবধায়ক "মালেক" নামক ফেরেশতাকেও দেখিয়াছি এবং দজ্জালকেও দেখিয়াছি; তদুপরি আল্লাহ তায়ালার অসীম কুদরতের আরও বহু নিদর্শন দেখিয়াছি।

ব্যাখ্যা :—মে'রাজ উপলক্ষে যে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে আল্লাহ তায়ালা স্বীয় অসীম কুদরতের নানা প্রকার নিদর্শন পরিদর্শন করাইয়া ছিলেন সেই সম্পর্কে পবিত্র কোরআনেও উল্লেখ রহিয়াছে। স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা মে'রাজের প্রাথমিক বিবরণ প্রদান পূর্বক বলেন—لنريه من آياتنا "তাঁহাকে এই পরিভ্রমণে আনিবার উদ্দেশ্যে এই ছিল যে, আমি তাঁহাকে স্বীয় কুদরতের বিভিন্ন নিদর্শন দেখাইব।" এই নিদর্শন সমূহের মধ্যে দোযখের ব্যবস্থাপকদের প্রধান "মালেক" নামক ফেরেশতাও ছিলেন।

ইনশা-আল্লাহ তায়ালা মে'রাজের বয়ানে বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করা হইবে।

বেহেশতের বিবরণ

ইমাম বোখারী (রঃ) এস্থলে দুইটি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত দান করিয়াছেন। একটি হইল বেহেশতের নেয়ামত সমূহ সম্পর্কে ঈমান রাখা, দ্বিতীয়টি হইল এই যে, বেহেশত সৃষ্টরূপে পূর্ব হইতেই বিদ্যমান রহিয়াছে—এই সম্পর্কে দৃঢ় ঈমান রাখাও ইসলামের একটি বিশেষ অঙ্গ।

অবশ্য এই ক্ষেত্রে একটি বিষয় স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বেহেশতের ইমারতসমূহ এবং বাগ-বাগিচা ও বৃক্ষাদি ইত্যাদিও আল্লাহ তায়ালার ফজল ও রহমতের বিকাশে তৈরী হইয়া বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু বেহেশত এলাকার এক অংশ খালিও রহিয়াছে; মানুষের আমলের প্রতিদানে আরও ইমারত এবং বাগ বাগিচা ও ফলের গাছে উহা পরিপূর্ণ হইবে।

উভয় বিষয় সম্পর্কেই ইমাম বোখারী (রঃ) কতিপয় হাদীছ উল্লেখ করিয়াছেন।

১৫৯৮। হাদীছ ঃ— আবদুল্লাহ ইবনে কায়স (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, বেহেশতের মধ্যে (এক একজন বেহেশতবাসীর জন্য এক) একটি বিশেষ গৃহ হইবে; বিরাট একটি মোতি খুঁড়িয়া ও খনন করিয়া ঐ গৃহটি তৈয়ী হইয়াছে। উহা উঁচুর দিকে ত্রিশ মাইল হইবে (এবং দৈর্ঘে ও প্রস্থে ষাট মাইল করিয়া হইবে।) উহার প্রতি কোণে মোমেন ব্যক্তির জন্য এক একজন হুর থাকিবেন। গৃহটি এত বড় বিরাট যে, উহার এক কোণ হইতে অপর কোণ দেখা যাইবে না।

১৫৯৯। হাদীছ ঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى اَعْدَدْتُ لِعِبَادِىَ الصَّالِحِيْنَ مَا لَا عَيْنٌ رَاَتْ وَلَا اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلٰى قَلْبِ بَشَرٍ

وَاقْرَءُوْا اِنْ شِئْتُمْ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا اُخْفِىَ لَهُمْ.....

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা দিয়াছেন যে, আমি আমার নেক বন্দাদের জন্য এমন এমন নেয়ামত সমূহ তৈরী করিয়া রাখিয়াছি যাহা কোন চক্ষু দেখে নাই, কোন কান শোনে নাই, কোন মানুষের অন্তরে উহার কল্পনাও আসিতে পারে না। তোমরা পবিত্র কোরআনের নিম্ন আয়াতখানা পাঠ করিলেই ঐ সম্পর্কে প্রমাণ পাইতে পার।

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا اُخْفِىَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ

"কোন প্রাণী ধারণাও করিতে পারে না ঐ সব শান্তিদায়ক নেয়ামত সম্পর্কে যাহা বেহেশতবাসীগণের জন্য দৃষ্টির অগোচরে বিদ্যমান রাখা হইয়াছে।"

১৬০০। হাদীছ ঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوَّلُ زُمْرَةٍ تَلِجُ الْجَنَّةَ صُوْرَتُهُمْ عَلٰى صُوْرَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَا يَبْصُقُوْنَ وَلَا يَمْتَخِطُوْنَ وَلَا يَتْغَوَّطُوْنَ اٰنِيَتُهُمْ فِيْهَا الذَّهَبُ وَاَمْشَاطُهُمْ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَمَجَامِرُهُمُ الْاَلُوَّةُ وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ زَوْجَتَانِ يُرٰى مُخُّ سُوْقِهِمَا مِنْ وَّرَاءِ اللَّحْمِ مِنَ الْحُسْنِ لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ وَلَا تَبَاغُضَ. قُلُوْبُهُمْ قَلْبُ وَاحِدٌ يُسَبِّحُوْنَ اللّٰهَ بُكْرَةً وَّعَشِيًّا ٥

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, বেহেশতের মধ্যে প্রবেশকারী প্রথম দলটির লোকগণের চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় দীপ্ত হইবে, (তাঁহাদের পরবর্তী দলটি সর্বাধিক উজ্জল নক্ষত্রের ন্যায় হইবে। বেহেশতবাসীগণের মধ্যে এইরূপ শ্রেণী বিভক্তি হইবে। ঘৃণিত বস্তু হইতে তাঁহাদের পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতার বর্ণনায় হযরত (দঃ) বলেন,) তাঁহাদের মুখে থুথুর উৎপত্তি হইবে না, নাকে শ্লেষ্মা থাকিবে না, মল-মূত্রের উদ্রেক হইবে না, কোন প্রকার রোগের আক্রমণ হইবে না। তাঁহাদের ব্যবহারিক আসবাবপত্র, বর্তন-পেয়ালা স্বর্ণ নির্মিত হইবে। মাথা আঁচড়াইবার চিরণীখানা পর্য্যন্ত স্বর্ণ-রৌপ্যেরই তৈরী হইবে। সুগন্ধির জন্য বিশেষ আগরের ধুনির ব্যবস্থা থাকিবে। তাঁহাদের ঘাম কস্তুরীর ন্যায় সুগন্ধিময় হইবে। তাঁহাদের প্রত্যেকের দুই দুই জন বিশেষ পরিণীতা হইবেন যাঁহাদের সৌন্দর্য্য এই পরিমাণের হইবে যে, তাঁহাদের পায়ের গোছাসমূহের হাড্ডির মগজ বাহির হইতে দৃষ্টিগোচর হইবে।

বেহেশতবাসীগণের পরস্পর কোন রকম বিবাদ বিসম্বাদ হইবে না; যেন তাঁহারা সকলে এক মন, এক প্রাণ। তাঁহারা সকাল-বিকাল আল্লাহ তায়ালার তছবীহ—পবিত্রতা প্রকাশ (করিয়া আত্ম-তুষ্টি লাভ) করিবেন।

৪৬৮ পৃষ্ঠার হাদীছে অতিরিক্ত বাক্য রহিয়াছে—ازواجهم الحور العين على خلق رجل واحد على صورة ابيهم ادم ستون ذراعا فى السماء

"বেহেশতবাসীদের পরিণীতা হইবেন মৃগ-নয়না হুরগণ। তাঁহারা সকলেই (৩০/৩৩ বৎসরের ভরা-যৌবন প্রাপ্ত) সম বয়স্ক হইবেন—সকলেই আদি পিতা আদমের দেহাকৃতি—উচ্চতায় ষাট হাত লম্বা হইবেন।"

ব্যাখ্যা:—বেহেশতী পরিণীতাগণের সৌন্দর্য্যের বর্ণনা দানে যাহা বলা হইয়াছে তাহা স্বাভাবিক নিয়মানুসারেই বলা হইয়াছে। দুনিয়াতেও সুন্দর মানুষের শরীরের রক্ত বাহির হইতে চামড়ার উপরে গোলাবী রং রূপে পরিদৃষ্ট হয় এবং উহা অধিক সৌন্দর্য্যের কারণ গণ্য হয়। বেহেশতের হুরগণের সৌন্দর্য্য আরও অধিক হইবে, এমনকি তাঁহাদের শরীর যেন কাঁচের ন্যায় হইবে, তাই রক্ত মাংস এবং হাড্ডির মগজ পর্য্যন্ত বাহির দিক হইতে গোচরীভূত হইবে, যাহার সৌন্দর্য্য একমাত্র চাক্ষুষ দেখার উপরই নির্ভর করে। না দেখিয়া বিরূপ ভাব পোষণ করিবে না। ভিতরে ফুল যুক্ত কাঁচের পেপার-ওয়েট উহার ক্ষুদ্র নমুনা।

১৬০১। হাদীছ:— عن سهل بن سعد رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مِنْ اُمَّتِى سَبْعُوْنَ اَلْفًا اَوْسَبْعُمِائَةِ اَلْفٍ لَا يَدْخُلُ اَوَّلُهُمْ حَتّٰى يَدْخُلَ اٰخِرُهُمْ وُجُوْهُهُمْ عَلٰى صُوْرَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ

অর্থ—সাহল (রা:) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আমার উম্মত হইতে সত্তর হাজার বা (হযরত বলিয়াছেন,) সাত লক্ষ লোকের একটি দল বেহেশত লাভ করিবে—তাঁহারা একত্রে বেহেশতের গেট অতিক্রম করিবে, তাঁহাদের চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল হইবে।

১৬০২। হাদীছ:— حدثنا انس بن مالك رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ فِى الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيْرُ الرَّاكِبُ فِىْ ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لَا يَقْطَعُهَا ٥

অর্থ—আনাছ (রা:) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, বেহেশতে এমন একটি বৃক্ষ আছে যাহার ছায়াতলে বিশেষ দ্রুতগামী অশ্বারোহী একশত বৎসর চলিয়াও উহা অতিক্রম করিতে পারিবে না।

১৬০৩। হাদীছ:—আবু হোরায়রা (রা:) হইতে বর্ণিত আছে, নবী (দ:) বলিয়াছেন, বেহেশতের মধ্যে একটি বৃক্ষ আছে—অশ্বারোহী ব্যক্তি শত বৎসর উহার ছায়াতলে চলিতে পারিবে। এই তথ্যের প্রমাণে পবিত্র কোরআনের আয়াত তেলাওয়াত কর—وظل ممدود "বেহেশতে অতি দীর্ঘ ছায়ার ব্যবস্থা থাকিবে।"

নবী (দ:) আরও বলিয়াছেন, বেহেশতের শুধু এক ধনু পরিমাণ অংশ সমগ্র জগত অপেক্ষা অধিক মূল্যবান।

১৬০৪। হাদীছ :— عن ابى سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ اَهْلَ الْغُرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ كَمَا تَتَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ الدُّرِّيَّ الْغَابِرَ فِى الْاُفُقِ مِنَ الْمَشْرِقِ اَوِ الْمَغْرِبِ لِتَفَاضُلِ مَا بَيْنَهُمْ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ تِلْكَ مَنَازِلُ الْاَنْبِيَاءِ لَا يَبْلُغُهَا غَيْرُهُمْ قَالَ بَلٰى وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ رِجَالٌ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَصَدَّقُوا الْمُرْسَلِيْنَ ০

অর্থ—আবু ছায়ীদ খুদ্‌রী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, বেহেশতবাসী নিম্নস্তরের লোকগণ উর্দ্ধস্তরের লোকগণকে এইরূপে দেখিবে যেরূপে তোমরা (ভূপৃষ্ঠে হইতে) আকাশের পূর্ব বা পশ্চিম কিনারায় উজ্জ্বল নক্ষত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া থাক। ছাহাবীগণ আরজ করিলেন, ঐরূপ উর্দ্ধ শ্রেণীর বেহেশতসমূহ নবীগণের জন্য নির্দিষ্ট হইবে অন্য কেহ উহা লাভ করিতে পারিবে না? হযরত (দঃ) বলিলেন, নিশ্চয়—আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, এমন ব্যক্তিবর্গ যাহারা আল্লাহ তায়ালার উপর নিয়মিতরূপে ঈমান আনিবে এবং রসুলগণের রসুল হওয়ার প্রতি আস্থা স্থাপন করিবে (এমন ব্যক্তিবর্গের অনেকে স্বীয় আমল অনুপাতে ঐ উর্দ্ধ শ্রেণীর বেহেশত লাভ করিবে।)

ব্যাখ্যা :—বেহেশতের মধ্যে শ্রেণী বিভক্তি হইবে বটে, কিন্তু নিম্ন শ্রেণীর বাসীন্দাদের মনে উর্দ্ধ শ্রেণীর স্পৃহা এবং নিজ শ্রেণীর প্রতি বিরাগভাব থাকিবে না। যেরূপ দুনিয়াতেও দেখা যায়, কোন মানুষ একতালা দালানে থাকিতেই ভালবাসে; অন্যের দোতালা দেখিয়া তাহার মনে কোন স্পৃহার উদয় হয় না।

দোযখের বয়ান

বেহেশত সম্পর্কে যে দুইটি বিষয়ে ঈমান রাখা অবশ্য কর্তব্য তদ্রূপ দোযখ সম্পর্কেও ঐ বিষয়দ্বয়ের ঈমান রাখা অবশ্য ফরজ।

১৬০৫। হাদীছ :— আবু জমরাহ (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি মক্কায় ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর নিকট থাকিতাম। আমার জ্বর হইল; ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, তোমার জ্বর যমযম কূপের পানি দ্বারা ঠাণ্ডা কর। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, জ্বর জাহান্নামের উত্তাপ হইতে সৃষ্ট; অতএব উহাকে পানি দ্বারা ঠাণ্ডা করিবে।

১৬০৬। হাদীছ :— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَارُكُمْ جُزْءٌ مِّنْ سَبْعِيْنَ جُزْءًا مِّنْ نَارِ جَهَنَّمَ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةً قَالَ فُضِّلَتْ عَلَيْهِنَّ بِتِسْعَةٍ وَّسِتِّيْنَ جُزْءًا كُلُّهُنَّ مِثْلُ حَرِّهَا ٥

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমাদের তথা জাগতিক অগ্নি দোযখের অগ্নির তুলনায় সত্তর ভাগের এক ভাগ মাত্র। এক ব্যক্তি আরজ করিল, ইয়া রসুলুল্লাহ, জাগতিক অগ্নিই ত যথেষ্ট ছিল। হযরত (দঃ) বলিলেন, (এতদসত্ত্বেও) দোযখের অগ্নিতে জাগতিক অগ্নির বর্তমান তাপ সহ আরও উনসত্তর গুণ অধিক তাপ থাকিবে।

১৬০৭। হাদীছ :— قال اسامة رضى الله تعالى عنه

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَيُلْقٰى فِى النَّارِ فَتَنْدَلِقُ اَقْتَابُهُ فِى النَّارِ فَيَدُوْرُ كَمَا يَدُوْرُ الْحِمَارُ بِرَحَاهُ فَيَجْتَمِعُ اَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ فَيَقُوْلُوْنَ اَىْ فُلَانُ مَا شَانُكَ اَلَسْتَ كُنْتَ تَاْمُرُنَا بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَانَا عَنِ الْمُنْكَرِ قَالَ كُنْتُ اٰمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَا اٰتِيْهِ وَاَنْهٰكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاٰتِيْهِ ٥

অর্থ—উসামা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কেয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে (আল্লার দরবারে) উপস্থিত করা হইবে, অতঃপর (হিসাব-নিকাশের পর) তাহাকে দোযখে নিক্ষেপ করা হইবে। দোযখের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়া তাহার নাড়ি-ভুড়িগুলি বাহির হইয়া পড়িবে এবং সে ঐগুলির সঙ্গে জড়িত ও আবদ্ধ থাকিয়া চতুর্দিকে ঘুরিতে থাকিবে যেরূপে গাধা (ঘানির তক্তা বা) গম পিসাইয়ের পাথরে যুক্ত থাকিয়া ঘুরিতে থাকে।

ঐ ব্যক্তির নিকট দোযখবাসীরা আসিয়া উপস্থিত হইবে এবং জিজ্ঞাসা করিবে, হে অমুক। তুমি না আমাদিগকে (উপদেশ মুলক) আদেশ-নিষেধ করিয়া থাকিতে? সে বলিবে, আমি তোমাদিগকে ভাল কাজের পথ বাতাইয়া দিয়া থাকিতাম, স্বয়ং আমি ঐ কাজ করিতাম না। এবং মন্দ কাজ হইতে নিষেধ করিয়া থাকিতাম, কিন্তু অতঃপর আমি নিজে ঐ কাজ অবলম্বন করিয়া থাকিতাম।

অর্থাৎ ইবলিসের অস্তিত্ব বাস্তব এবং তাহার কার্য্যকলাপও বাস্তব। এই সব কাল্পনিক বা রূপক অর্থের নহে।

১৬০৮। হাদীছ :— قال ابو هريرة رضى الله تعالى عنه

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاْتِىْ الشَّيْطَانُ اَحَدَكُمْ فَيَقُوْلُ

مَنْ خَلَقَ كَذَا مَنْ خَلَقَ كَذَا حَتّٰى يَقُوْلَ مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ فَاِذَا بَلَغَهٗ

فَلْيَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ وَلْيَنْتَهِ ۝

অর্থ—আবু হোরায়রা (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন কোন মানুষের নিকট শয়তান উপস্থিত হইয়া তাহার অন্তরে এইরূপ প্রশ্নের সৃষ্টি করে যে, অমুক বস্তুটাকে কে সৃষ্টি কয়িয়াছে? অমুক বস্তুকে কে সৃষ্টি করিয়াছে? সে এইরূপ প্রশ্নে অগ্রসর হইতে থাকে, এমনকি অবশেষে এই প্রশ্নের সৃষ্টি করে যে, তোমার পরওয়ারদেগারকে সৃষ্টি করিয়াছে কে? যখনই এইরূপ প্রশ্নের উদয় হয় (তখনই এই সম্পর্কে চিন্তা শক্তিকে মুহূর্তের জন্যও অগ্রসর না করিয়া) তৎক্ষণাৎ এই প্রশ্নকে ত্যাগ করিবে (এবং "আউজুবিল্লাহে মিনাশ্‌শায়তানির রাজিম" বলিয়া শয়তানকে তাড়াইবে) এবং শয়তান হইতে আল্লাহ তায়ালার আশ্রয় প্রার্থনা করিবে।

ব্যাখ্যা :—মোসলেম শরীফের একটি হাদীছে উল্লেখ আছে যে, কোন কোন মানুষও পরস্পর এইরূপ প্রশ্নের অবতারণা করিয়া থাকে; সেইরূপ পরিস্থিতির জন্য হযরত (দ:) শিক্ষা দিয়াছেন, امنت بالله "আমি খাঁটিভাবে আল্লাহ তায়ালার প্রতি ঈমান রাখি" বলিয়া ঐ প্রশ্নের এবং আলোচনার অবসান করিবে।

অর্থাৎ অন্তরে ঐরূপ প্রশ্নের স্থান দেওয়া আল্লাহ তায়ালার প্রতি খাঁটি ঈমানের পরিপন্থি। কারণ, আল্লাহ তায়ালার প্রতি খাঁটি ঈমানের তাৎপর্য্য এই যে, আল্লাহ "খালেক্" অর্থাৎ সকলের সৃষ্টিকর্তা; অথচ যে বস্তু সৃষ্ট হইবে তাহা হইবে "মাখলুক্"। "খালেক" কখনও "মাখলুক" হইতে পারে না।

১৬০৯। হাদীছ :—জাবের (রা:) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যখন রাত্রির আগমন তথা সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হয় তখন বিশেষরূপে ছেলে মেয়েগণকে গৃহে আবদ্ধ রাখ। কারণ, তখন শয়তান তথা দুষ্ট জিনগণ চতুর্দিকে ছড়িয়া পড়িতে থাকে। রাত্রের কিছু অংশ অতিবাহিত হইলে পর ছেলে-মেয়েগণকে বাহিরে যাইতে দিতে পার। আর (শয়নকালে) ঘরের দরওয়াযা বন্ধ করিয়া দিও এবং বন্ধ করা কালীন "বিছমিল্লাহ" বলিও এবং বাতি নিভাইয়া দিও, তখনও "বিছমিল্লাহ" বলিও এবং

পানির পাত্রের মুখ বন্ধ করিয়া দিও, তখনও "বিছমিল্লাহ" বলিও এবং অন্যান্য পাত্র সমূহ ঢাকিয়া দিও, তখনও "বিছমিল্লাহ" বলিও। পাত্র সমূহকে পূর্ণ আবৃত করার উপযুক্ত কোন বস্তু উপস্থিত না থাকিলে শুধু মাত্র যে কোন ধরণের একটি বস্তু বিছমিল্লাহ বলিয়া উহার মুখের উপর রাখিয়া দিবে।

১৬১০। হাদীছ ঃ— সোলায়মান ইবনে ছোরাদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট বসিয়াছিলাম, ঐ সময় দুই ব্যক্তি বিবাদ করিতেছিল। তন্মধ্যে এক ব্যক্তি অত্যধিক ক্রোধের দরুণ তাহার চেহারা রক্তবর্ণ হইয়া গিয়াছিল এবং গলার রগগুলি মোটা হইয়া গিয়াছিল। এতদৃষ্টে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, আমি এমন একটি বাক্য জানি যাহা ঐ ক্রোধবান ব্যক্তি বলিলে তাহার ক্রোধ উপশম হইয়া যাইবে। "আউজুবিল্লাহে মিনাশ শায়তান— শয়তান হইতে আল্লাহ তায়ালার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি" বলিলে এখনই তাহার ক্রোধাবস্থার অবসান হইবে। কোন একজন লোক ঐ ব্যক্তিকে এই সংবাদ জ্ঞাত করিলে সে এইরূপ উক্তি করিল যে, আমাকে জ্বিনে আছর করিয়াছে কি?

ব্যাখ্যা ঃ— ঐ ব্যক্তি অশিক্ষিত গ্রাম্য লোক ছিল, ইসলাম সম্পর্কে এখনও তাহার জ্ঞান পরিপক্ক হইয়া ছিল না, আল্লার রসুলের মর্য্যাদা এখনও সে উপলব্ধি করে নাই, তাই সে একটি অবাস্তব ধারণায় বলিল যে, শয়তান হইতে আল্লাহ তায়ালার আশ্রয় গ্রহণ করা হয় কাহারও উপর জ্বিন-ভূতের আছর হইলে।

১৬১১। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, আদম জাতের প্রত্যেক সন্তানকেই ভূমিষ্ঠের সময় শয়তান তাহার পার্শ্বদেশে আঙ্গুল দ্বারা খোঁচা দেয়; সেই খোঁচার কারণে শিশু চিৎকার করিয়া উঠে, মরয়ম ও তাঁহার পুত্র (ঈসা (আঃ) ভিন্ন।

ذهب يطعن فطعن فى الحجاب—হযরত ঈসার ক্ষেত্রেও সে খোঁচা দিতে আসিয়াছিল, কিন্তু তাহার খোঁচা হযরত ঈসার শরীর স্পর্শ করিতে পারে নাই, বরং (যেই মিহিন পর্দায় আবৃত হইয়া শিশু ভূমিষ্ট হয় সেই) পর্দায় খোঁচা লাগিয়াছিল।

উক্ত হাদীছ বর্ণনান্তে আবু হোরায়রা (রাঃ) পবিত্র কোরআনের নিম্ন আয়াত তেলাওয়াত করিলেন..... وانى اعيذها "আমি আমার প্রসূত কন্যাকে এবং তাহার সন্তানকে অভিশপ্ত শয়তান হইতে আপনার আশ্রয়ে সমর্পন করিতেছি।"

ব্যাখ্যা ঃ— উক্ত আয়াতে যেই দোয়ার উল্লেখ হইয়াছে উহা মরয়ম-জননী—হান্নার দোয়া। এই দোয়ার মধ্যে মরয়মের সঙ্গে তাঁহার সন্তানকেও অভিশপ্ত শয়তান হইতে আল্লার আশ্রয়-তলে সমর্পন করা হইয়াছে।

আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ইঙ্গিত দানের তাৎপর্য্য এইরূপ মনে হয় যে, মরয়ম-সন্তান হযরত ঈসা (আঃ) যে বিশেষরূপে শয়তানের খোঁচা হইতে রক্ষিত ছিলেন—এই বিশেষত্বের সূত্র ছিল হান্নার দোয়া।

পাঠকবর্গ! এস্থলে ভূমিকারূপে কতিপয় বিষয় লক্ষ্য করিবেন—

(১) হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উক্তি ও বর্ণনা তথা—মূল হাদীছের বক্তব্য শুধু এতটুকুই যে, প্রত্যেক শিশুকেই ভূমিষ্ট হওয়া কালীন শয়তান খোঁচা দিয়া থাকে, কিন্তু হযরত ঈসা (আঃ) ও তাঁহার জননী মরয়মকে শয়তান খোঁচা দ্বারা স্পর্শ করিতে পারে নাই।

(২) মূল হাদীছ বর্ণনা করার পর আবু হোরায়রা (রাঃ) নিজ পক্ষ হইতে পবিত্র কোরআনের একটি আয়াত তেলাওয়াত করিয়া বুঝাইলেন যে, মূল হাদীছে ঈসা আলাইহেচ্ছাল্লাম সম্পর্কে যে বিশেষত্বটি বর্ণিত হইল কি সূত্রে ঐ বিশেষত্ব তাঁহার লাভ হইয়াছিল—এই আয়াতে উহার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

(৩) ঈসা (আঃ) ও তাঁহার জননী মরয়ম উভয় সম্পর্কে শয়তানের খোঁচা হইতে রক্ষিত থাকার কথা অবশ্য মূল হাদীছে উল্লেখ হইয়াছে এবং আবু হোরায়রা (রাঃ) কোরআনের আয়াত তেলাওয়াত করিয়া তাঁহাদের একজনের বিশেষত্বের সূত্রের সন্ধান দিয়াছেন। আবু হোরায়রা (রাঃ) এই কথা কখনও বলেন নাই যে, উক্ত আয়াতের দ্বারা যে সূত্রের সন্ধান পাওয়া গেল তাহা ঈসা (আঃ) ও মরয়ম উভয়ের পক্ষেই প্রযোজ্য—আবু হোরায়রা (রাঃ) এইরূপ মন্তব্য করেন নাই। বরং ইহার বিপরীত তিনি শুধু ঈসা আলাইহেচ্ছাল্লামের নাম উল্লেখ পূর্বক ঐ আয়াত তেলাওয়াত করিয়াছেন; আবু হোরায়রা (রাঃ) ঈসা (আঃ) সম্পর্কে এই বিশেষত্বের গুরুত্বই বেশী দিয়া থাকিতেন। এমনকি কোন কোন সময় আবু হোরায়রা (রাঃ) মূল হাদীছে শুধু ঈসা (আঃ) সম্পর্কীয় অংশটুকুই উল্লেখ করিয়াছেন—মরয়ম (আঃ) সম্পর্কীয় অংশটুকু উল্লেখও করেন নাই। বোখারী শরীফ ৪৬৪ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত হাদীছটি তাহারই প্রমাণ। অবশ্য আমরা ইহা অস্বীকার করি না যে, হয়ত পরবর্তী কোন কোন ব্যাখ্যাকার লিখক ইহাও লিখিয়া থাকিতে পারেন যে, ঈসা (আঃ) ও মরয়ম (আঃ) উভয়ের ঐ বিশেষত্বের সূত্র সম্পর্কে আবু হোরায়রা (আঃ) আয়াতখানা উল্লেখ করিয়াছেন—ইহা শুধু পরবর্তী কোন কোন লিখকের মন্তব্য, ইহা ছাহাবী আবু হোরায়রার মন্তব্য নহে।

সারকথা এই যে, আয়াতখানা মূল হাদীছের অংশ নহে, বরং মূল হাদীছ বর্ণনার পর আবু হোরায়রা (রাঃ) উহার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। তদুপরি আয়াতখানা ঈসা (আঃ) ও মরয়ম (আঃ) উভয় সম্পর্কে হওয়া—ইহা আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর মন্তব্য নহে, বরং হয়ত পরবর্তী কেহ ঐরূপ ধারণা করিয়াছেন।

কোরআন-হাদীছ ও শরীয়ত সম্পর্কে লাগামহীন অশ্ব হাঁকানেওয়ালাদের দলীয় এক বাংলা ভাষার পণ্ডিত স্বীয় পাণ্ডিত্যের গর্বে তথাকথিত তফছীরুল কোরআন লিখিয়াছেন। উহাতে তিনি উল্লিখিত হাদীছখানার প্রতি যে গুরুতর বেয়াদবী ও ঈমানহীনতার কুউক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন, এস্থলে উহার সমালোচনা না করিলে কর্তব্য পালনে অমার্জনীয় অবহেলার দোষে দোষী সাব্যস্ত হইতে হইবে। ভূমিকা স্বরূপ হাদীছখানার অংশসমূহের

বিশ্লেষণ পাঠকবর্গের সম্মুখে রাখা হইবে। এখন পণ্ডিত সাহেবের মূল বক্তব্য পেশ করিতেছি, তিনি লিখিয়াছেন—

"হাদীছ ও তফছীরের কেতাবসমূহে একটা রেওয়ায়েত বর্ণিত হইয়াছে, রেওয়ায়েতটির সারমর্ম এই যে, আদম বংশের কোন সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শয়তান আসিয়া তাহার গায়ে খোঁচা মারে·····বোখারী-মোসলেমেও এই রেওয়ায়েতটা স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে।

আমি এই রেওয়ায়েতের বর্ণিত বিবরণটাকে হযরত রসুলে করীমের উক্তি বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহি। না হওয়ার কারণগুলি নিম্নে আরজ করিতেছি।"

এই বলিয়া পণ্ডিত সাহেব পাঁচটি কারণ বর্ণনা করিয়াছেন। অনুতাপের বিষয়, পণ্ডিত সাহেব যে কারণগুলি উল্লেখ করিয়াছেন ঐগুলা ইসলামদ্রোহী মো'তাযেলী ইত্যাদি গোমরাহ ফের্কা কর্তৃক বহু পূর্বেই আবিষ্কৃত ছিল। পূর্ববর্তী বিশিষ্ট আলেমগণ ঐসব প্রশ্নাবলীর উত্তর দানে বহু পূর্বেই সেই সবের সমাধি রচনা করিয়া গিয়াছেন। পণ্ডিত সাহেব সেই সব উত্তর জ্ঞাত হওয়ার চেষ্ট না করিয়া ইসলাম বিদ্বেষীদের প্রশ্নাবলীর মুর্দা লাশ টানিয়া বাহির করিয়াছেন এবং আরজ করা সুরে ঐসব গাহিয়া সর্বসাধারণকেও নিজের ন্যায় গোমরাহ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। পণ্ডিত সাহেব প্রথম নম্বরে প্রশ্ন করিয়াছেন যে, "মরয়মের জন্ম হইয়াছে মরয়ম-জননীর দোয়া করার পূর্বে। সুতরাং ঐ দোয়ার বরকতে বিবি মরয়ম শয়তানের খোঁচা হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন—এরূপ কথা আদৌ যুক্তি সঙ্গত হইতে পারে না। অতএব এই আয়াতের বাহক মোহাম্মদ মোস্তফার পক্ষে উপরোক্ত অসঙ্গত বক্তব্য করা কখনই সম্ভব হইতে পারে না।"

পাঠকবর্গ! প্রশ্নটি গোমরাহ মো'তাযেলী ফের্কা কর্তৃক উত্থাপিত হইয়াছিল। মোহাক্কেক আলেমগণ উহার বিভিন্ন উত্তরদানে উহাকে চাপা মাটি দিয়াছিলেন।

(১) বোখারী শরীফের প্রসিদ্ধ শরাহ্ "কাস্তালানী" কেতাবের সপ্তম খণ্ড ৫৩ পৃষ্ঠায় (২) বাগদাদ শরীফের মুফতী ও মোফাচ্ছের শায়েখ মাহমুদ আলুছীর প্রসিদ্ধ তফছীর "রুহুল মায়ানী" তৃতীয় খণ্ড ১৩৮ পৃষ্ঠায় (৩) আমার ওস্তাদ শায়খুল ইসলাম মাওলানা শাব্বীর আহমদ রহমতুল্লাহে আলাইহের উরদু ভাষায় লিখিত পবিত্র কোরআনের ব্যাখ্যায় ঐ সব উত্তর লিপিবদ্ধ আছে। প্রবীন পণ্ডিত সাহেব চেষ্টা চালাইলে আরও উত্তরের খোঁজ পাইতেন। কিন্তু ঐসব তথ্য পণ্ডিত সাহেবের নজরে পড়িল না; তাহার নজরে পড়িল গোমরাহ মো'তাযেলী ফের্কার প্রশ্ন এবং তিনি তাহা বিনা দ্বিধায় আমদানী করিলেন বাংলার সরল প্রাণ মোসলমান ভাইদের জন্য, তফছীরকার সাজিয়া। এই কার্যের দ্বারা পণ্ডিত সাহেব কোন ফের্কার উকিল প্রমাণিত হইলেন তাহা পাঠকের বিচার্য্য।

পূর্বে ভূমিকা স্বরূপ যে, তিনটি বিষয় ব্যক্ত করা হইয়াছে উহার দ্বারাই মূল প্রশ্নের উত্তর হয়। প্রশ্ন ত এই যে, মরয়ম-জননীর দোয়া মরয়মের জন্মের পরে হইয়াছে সুতরাং মরয়মের জন্ম হওয়াকালীন অবস্থার সম্পর্ক ঐ দোয়ার সঙ্গে থাকিতে পারে না; অথচ সেই দোয়া-বর্ণিত আয়াতের উল্লেখ এই হাদীছে রহিয়াছে।

পণ্ডিত সাহেব শ্রেণীর লোকগণ যেই আয়াতের উল্লেখ বেখাপ্পা ধারণা করিয়া হাদীছ এনকার করিয়াছে সেই আয়াতখানা মূল হাদীছের অংশই নহে, বরং উহা একটি উপকথা স্বরূপ আবু হোরায়রা (রাঃ) তেলাওয়াত করিয়াছেন (যাহার উদ্দেশ্য পরে ব্যক্ত করা হইবে।) এবং উহা যে আবু হোরায়রা উদ্ধৃতি তাহা "ثم يقول ابو هريرة—অতঃপর আবু হোরায়রা বলিলেন" বাক্যের দ্বারা পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এতদসত্ত্বেও যদি কেহ উহার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করিয়া আবু হোরায়রার উদ্ধৃতিটাকে, বরং ঐ উদ্ধৃতি সম্পর্কে অন্যান্য লোকের মতামতটাকেও মূল হাদীছের সঙ্গে জড়াইয়া দিয়া মতলব সিদ্ধি করিতে চাহে তবে তাহা নিজ মতলব সিদ্ধির অবৈধ পন্থা বই আর কি হইবে?

অতঃপর আবু হোরায়রা (রাঃ) যে, হাদীছ বর্ণনার পর ঐ আয়াত তেলাওয়াত করিলেন তিনি কখনও এইরূপ বলেন নাই যে, মরয়ম (আঃ) ও ঈসা (আঃ) উভয়ের পক্ষে শয়তানের খোঁচা হইতে রক্ষিত থাকার কারণ ও সূত্র এই আয়াতে বর্ণিত মরয়ম-জননীর দোয়া—আবু হোরায়রা (রাঃ) এইরূপ কখনও বলেন নাই। অতএব আয়াতের উদ্ধৃতিকে যদি শুধু ঈসা (আঃ) সম্পর্কে বলা যায় তবে আয়াতের সম্পর্ক বেখাপ্পা ও অযৌক্তিক হওয়ার কোন কারণই থাকে না। এত সামান্য একটা ব্যাপার লইয়া বোখারী-মোসলেমে বর্ণিত একটি ছহীহ হাদীছকে এনকার করার বাতুলতা পাঠকেরই বিচার্য্য। যদি বলা হয়, এই ব্যাখ্যানুযায়ী মরয়ম (আঃ) শয়তানের খোঁচা হইতে রক্ষিত থাকার কারণ অবর্ণিত থাকে। তবে বলা হইবে, ইহাতে ত্রুটি কি হইবে? মূল হাদীছে ত মরয়ম, ঈসা কাহারও সম্পর্কে কারণ উল্লেখ নাই, আবু হোরায়রা (রাঃ) যদি একজন সম্পর্কে কারণ বর্ণনা না করিয়া দ্বিতীয় জন সম্পর্কে কারণের ইঙ্গিত দিয়া থাকেন তাহাতে দোষের কি আছে?

শায়খুল ইসলাম মাওলানা শাব্বির আহমদ (রঃ) পবিত্র কোরআনের ব্যাখ্যায় উক্ত তথ্য ব্যক্ত করিয়াছেন। মূল প্রশ্নের আরও উত্তর তিনি এবং পূর্ববর্তী আলেমগণ ব্যক্ত করিয়াছেন। পূর্বোল্লিখিত বরাত অনুযায়ী খোঁজ করিলে পাওয়া যাইবে।

পণ্ডিত সাহেব আলোচ্য হাদীছ এনকার করার দ্বিতীয় কারণ যাহা আরজ করিয়াছেন উহার সারকথা এই যে, "প্রত্যেক মানব শিশুই জন্মের সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে—ইহা প্রত্যক্ষ সত্যের বিপরীত কথা; অনেক সময় অনেক শিশু ভূমিষ্টের সঙ্গে সঙ্গে এমনকি তাহার কিছু পর পর্য্যন্তও কাঁদে না।"

পাঠকবর্গ! পণ্ডিত সাহেবের আরজ বা প্রশ্নের উত্তর কি দেওয়া যাইতে পারে তাহা আপনারাই স্থির করুন। বোখারী শরীফের হাদীছে আছে যে, প্রত্যেক শিশু ভূমিষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করে, পণ্ডিত সাহেব বিনা দলীলে দাবী করিতেছেন যে, অনেক অনেক শিশু চীৎকার করে না। পণ্ডিত সাহেবের দাবীর সমর্থক না হওয়ায় হাদীছ গ্রহণীয় নহে, তদপেক্ষা সহজ ইহাই যে, বোখারী শরীফের বর্ণিত হাদীছের বরখেলাফ দাবী করায় পণ্ডিত সাহেবই মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত।

এমনকি বৃদ্ধ পণ্ডিত সাহেব যদি ধাত্রীকার্য্য ও প্রসূতি সেবায়ই বৃদ্ধ হইয়া থাকেন তবুও আমরা তাহার ঐ দাবী স্বীকার করিতে রাজি নহি। কারণ আলোচ্য হাদীছের বক্তব্য ছাড়িয়া দিয়া গার্হস্থ বিজ্ঞানের প্রতি দৃষ্টি করিলেও পণ্ডিত সাহেবের দাবীর অসাড়তা প্রমাণিত হয়। এই বিষয়ে বিখ্যাত অভিজ্ঞ "ডঃ সলমন" রচিত পুস্তকের বাংলা সংস্করণ "গার্হস্থ স্বাস্থ্য বিজ্ঞান" নামক পুস্তকের সাক্ষ্যও ইহাই যে, প্রত্যেক শিশুই ভূমিষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কাঁদিয়া থাকে।

অবশ্য বাহ্যিক বিজ্ঞানের বাহক অমোসলেম ডঃ সলমন শয়তানের খোঁচার কথা উল্লেখ করেন নাই বটে, কিন্তু তিনি ইহা উল্লেখ করিয়াছেন যে, প্রত্যেক শিশু ভূমিষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কাঁদিয়া উঠে; তিনি ইহার একটি বৈজ্ঞানিক কারণও বর্ণনা করিয়াছেন যে, শিশু এতদিন পর্য্যন্ত এক গরম ও আবদ্ধ স্থানে বসবাস করিতেছিল, হঠাৎ যখন সে উন্মুক্ত আবহাওয়ায় উপনীত হইল তখন উন্মুক্ত জগতের হাওয়া-বাতাস তাহার শরীরে নেহাত অপরিচিত বস্তুর ন্যায় স্পর্শ করে বলিয়া সে চীৎকার করিয়া উঠে। ডঃ সলমনের যুক্তিকে অস্বীকার করার কোন প্রয়োজন নাই, কারণ একটি কার্য্যের কতিপয় কার্য্য-কারণ থাকা অসম্ভব নহে; একটি শিশুর চীৎকারের স্বাভাবিকরূপেও একাধিক কারণ থাকে। ছহীহ হাদীছ দ্বারা চন্দ্রগ্রহণ, সূর্য্যগ্রহণ, ভূমিকম্প ইত্যাদির যে সব তথ্য প্রকাশিত হয় উহা দৃষ্টে বৈজ্ঞানিকদের বক্তব্য সম্পর্কে—বিভিন্ন কারণ বা বাহ্যিক কার্য্য কারণ ইত্যাদি বলিয়াই সামঞ্জস্যতা বজায় রাখা হয়। শিশুর চীৎকার সম্পর্কেও হাদীছে বর্ণিত তথ্যের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকে ঐরূপেই খাপ খাওয়াইতে হইবে।

পণ্ডিত সাহেব তৃতীয় কারনরূপে যাহা আরজ করিয়াছেন উহার সারকথা এই যে, "মরয়ম ও ঈসা (আঃ) ব্যতীত অন্য কোন মানব শিশু শয়তানের খোঁচা হইতে রক্ষা পায় না, ইহা ইসলামের একটি বুনিয়াদী আকিদার বিপরীত কথা। ইহাতে অন্য নবী ও রসুলগণের মর্য্যাদাহানি করা হইতেছে।"

যেই পণ্ডিত সাহেব তথাকথিত তফছীরের মধ্যে ইসলামের এত এত বুনিয়াদী আকিদার মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছেন এবং ইসলামের মৌলিক বস্তু—ছহীহ হাদীছ এনকার করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই তাহার মুখে ইসলামের বুনিয়াদী আকিদার হামদর্দি শুনিয়া কাকের মুখে কোকিলের বুলির কথা মনে পড়ে।

এই কারণ ও প্রশ্নটিও গোমরাহ মো'তাযেলী ফের্কা কর্তৃক উত্থাপিত হইয়া ছিল। পূর্ববর্তী আলেমগণ উহারও উত্তর প্রদান করিয়াছেন। বাস্তবিকই এইরূপ প্রশ্ন নিতান্ত অবান্তর। হযরত (দঃ) সম্পর্কে কোন কোন আলেমের মত এই যে, তাঁহার ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় শয়তান নিকটবর্তী আসিতেও সক্ষম হয় নাই। ফেরেশতা জিব্রিল (আঃ) কড়া পাহারা দিতেছিলেন; হযরতের বিষয়টি স্বতন্ত্র। কারণ, সাধারণতঃ কথক স্বীয় কথার উর্দ্ধে থাকেন। এতদ্ভিন্ন নবী-রসুলগণের পরস্পর কোন কোন বিশেষত্বের মধ্যে পার্থক্য হওয়া পবিত্র

কোরআনেরই বিঘোষিত বিষয়—تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض "রসুলগণকে পরস্পর এক জনকে অন্য জনের উপর কোন কোন বিষয়ে বিশেষত্ব প্রদান করিয়াছি।"

কেয়ামতের দিন দ্বিতীয়বার শিঙ্গায় ফুঁকের দ্বারা চেতনা আসার ঘটনায় হযরত রসুলে করীমের উপর মুছা আলাইহেচ্ছালামের ফজিলত এবং তখন কাপড় পরিধানের ব্যাপারে ইব্রাহীম আলাইহেচ্ছালামের ফজিলত অনেক অনেক ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত আছে। এমনকি নবী নন এমন ব্যক্তিও কোন ব্যাপারে বিশেষত্বের অধিকারী হইতে পারেন; সম্মুখে বোখারী শরীফের হাদীছে উল্লেখ আছে, স্বয়ং হযরত (দঃ) ওমর (রাঃ) সম্পর্কে বলিয়াছেন, "হে ওমর! শয়তান আপনাকে কোন পথে আসিতে দেখিলে সে ঐ পথ ত্যাগ করতঃ অন্য পথ অবলম্বন করিয়া থাকে"। অথচ বোখারী শরীফের হাদীছেই প্রথম খণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে, একদা হযরত (দঃ) নামায পড়িতে ছিলেন, একটি শয়তান দ্রুত তাঁহার প্রতি ছুটিয়া আসিল আক্রমণ করার জন্য; সে এত নিকটে আসিয়া পড়িল যে, হযরত (দঃ) তাহাকে ধরিয়া ফেলিতে সক্ষম হইলেন। সারকথা এই যে, এক-দুই বিষয়ে কাহারও বিশেষত্বের দরুণ অন্যের মর্য্যাদাহানী ঘটে না।

পণ্ডিত সাহেব চতুর্থ কারণ বলিয়াছেন, "মরয়ম-জননীর দোয়ার বরকতে যদি মরয়মের সন্তান ঈসা (আঃ) শয়তানের খোঁচা হইতে রক্ষা পাইয়া থাকেন তবে মরয়মের অন্যান্য সন্তান তথা ঈসা আলাইহেচ্ছালামের ভ্রাতা-ভগ্নিগণও রেহায়ী পাওয়ার অধিকারী; এমতাবস্থায় হযরত ঈসার বিশেষত্ব থাকে না।"

পাঠকবর্গ! পণ্ডিত সাহেবের এই উক্তিটি নির্ভর করিতেছে হযরত ঈসার ভ্রাতা-ভগ্নি থাকার উপর, অথচ তিনি ইহার কোন প্রমাণ দেন নাই। আমরা ইহার বিপরীত প্রমাণ দিতেছি—বোখারী শরীফের প্রসিদ্ধ শরাহ "ফতহুলবারী" এবং অন্য আর একখানা শরাহ "কাসতালানী" উভয় কেতাবে আছে যে, হযরত ঈসা (আঃ) ভিন্ন হযরত মরয়মের অন্য কোন সন্তানই হইয়াছিল না, কিরূপে হইতে পারে? হযরত মরয়মের ত বিবাহই হইয়াছিল না। ঈসা (আঃ) ত তাঁহার গর্ভে আল্লাহ তায়ালার বিশেষ কুদরতে জন্ম নিয়াছিলেন।

পণ্ডিত সাহেব সর্বশেষ কারণ এই বর্ণনা করিয়াছেন—"সব চাইতে গুরুতর এই যে, এই রেওয়ায়েতটা আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে।" অর্থাৎ আলোচ্য হাদীছ খানা যেহেতু আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে, তাই ইহা গ্রহণযোগ্য নহে। (—معاذ الله এইরূপ বেয়াদবীর উক্তি ও উক্তি কারক হইতে আমরা সকলে আল্লার আশ্রয় গ্রহণ করি।)

পাঠকবর্গ! আবু হোরায়রা (রাঃ) বিশিষ্ট ছাহাবী যিনি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সাহচর্য্য লাভ করিয়াছিলেন দীর্ঘ চারি বৎসর; দিবারাত্র রসুলুল্লার দরবারে কাটাইয়া থাকিতেন—খাদ্য জোটাইতেও কোথা যাইতেন না। ওমর ফারুক রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর খেলাফৎ কালে তিনি বাহ্‌রাইন এলাকার শাসনকর্তা বা গভর্ণর ছিলেন অতঃপর এক সময় তিনি পবিত্র মদীনার শাসনকর্তাও নিযুক্ত হইয়া ছিলেন। সেই ছাহাবী

আবু হোরায়রা (রাঃ) ঐ পণ্ডিতের নজরে পছন্দনীয় হইলেন না, এমনকি এই হাদীছখানা উক্ত ছাহাবীর মুখে বর্ণিত হওয়ায় পণ্ডিত মিঞা হাদীছটিকে এনকার করার যোগ্য ঠাওরাইলেন।

এই সম্পর্কে পণ্ডিত সাহেবকে কি বলা যাইতে পারে? ছাহাবীগণের মর্য্যাদা এবং তাঁহাদের সম্পর্কে মোসলমানদের কর্তব্য বিস্তারিত ভাবে বিভিন্ন হাদীছের মাধ্যমে ষষ্ঠ খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে ইন্‌শাআল্লাহ তায়ালা বর্ণিত হইবে। মোসলমান ভাইদের ঈমান রক্ষার্থে এস্থানে একখানা হাদীছ উদ্ধৃত করিয়াই ক্ষান্ত হইতেছি। হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—

اَللّٰهَ اَللّٰهَ فِىْ اَصْحَابِىْ لَا تَتَّخِذُوْهُمْ غَرَضًا مِّنْ بَعْدِىْ

"আল্লাহকে ভয় করিও, আল্লাহকে ভয় করিও—আমার ছাহাবীগণ সম্পর্কে; আমার পর তাঁহাদের প্রতি কেহ কোন কুউক্তি করিও না।"

তৃতীয় শতাব্দীর সুপ্রসিদ্ধ মোহাদ্দেছ ইমাম আবু যোরয়া (রঃ) পরিষ্কাররূপে বলিয়াছেন—

اذا رأيت رجلا ينتقص صحابيا فاعلم انه زنديق

"যদি তুমি কোন ব্যক্তিকে দেখ যে, সে কোন ছাহাবীর মর্যাদাহানীকর কথা বলে তবে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া নিও যে, সে যিন্দীক্—ইসলাম বিদ্বেষী ইসলামের মূলে কুঠারাঘাতকারী।" (এছাবা ১ম খণ্ড ১৮ পৃঃ)

পাঠকবর্গ! যে সব ভিত্তিহীন ছুতানাতার ভান করিয়া পণ্ডিত মিঞা আলোচ্য হাদীছকে এনকার করার দৌরাত্ম দেখাইয়াছেন সেই সবের অসারতা আপনারা বিস্তারিতরূপে অনুধাবন করিয়াছেন। এইরূপ অসার, অযৌক্তিক ও অবাস্তব প্রলাপোক্তিকে কারণ সাব্যস্ত করিয়া এমন একটি ছহীহ হাদীছকে এনকার করা যাহা সমস্ত ইমামগণের নিকট ছহীহরূপে গৃহীত হইয়াছে, ইমাম বোখারী (রঃ) স্বীয় কেতাবের তিন স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা কিরূপ লোকের কার্য্য হইতে পারে তাহা নির্দ্ধারণ করা পাঠকের উপর ছাড়িয়া দেওয়া গেল।

পণ্ডিত মিঞার আস্ফালনের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি পুনঃ আকর্ষণ করি, তিনি স্বীয় ঈমানের মূলে কুঠারাঘাত করিতে কি উক্তি করিয়াছেন; "বোখারী-মোছলেম শরীফেও এই রেওয়ায়েতটা স্থান লাভ করিয়াছে। আমি এই রেওয়ায়েতের বর্ণিত বিবরণটাকে হযরত রসুলে করীমের উক্তি বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহি।"

১৬১২। হাদীছ:— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّثَاؤُبُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَاِذَا تَثَاءَبَ اَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ فَاِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا قَالَ هَا ضَحِكَ الشَّيْطَانُ

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, হাই আসা (যাহা আলস্যজনিত অবস্থার নিদর্শন) শয়তানের কারসাজিতে হইয়া থাকে, তাই কাহারও হাই আসিতে চাহিলে যথাসাধ্য উহাকে এড়াইবার চেষ্টা করিবে। (মুখকে বিকট মুর্তিতে উন্মুক্ত করিয়া) "হাঁ....." শব্দজনক হাই দিলে শয়তান (স্বীয় চেষ্টা ও উদ্দেশ্য—অলসতা সৃষ্টিতে সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারিয়া সন্তুষ্ট হয়—আনন্দে) হাসিয়া উঠে।

১৬১৩। হাদীছ ঃ— عن ابى قتادة رضى الله تعالى عنه

قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللّٰهِ وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَاِذَا حَلَمَ اَحَدُكُمْ حُلْمًا يَخَافُهُ فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّهَا فَاِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ

অর্থ—আবু কাতাদা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, সুস্বপ্ন আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে (সুসংবাদ স্বরূপ ফেরেশতাগণ মারফৎ) প্রকাশ হইয়া থাকে এবং দুঃস্বপ্ন শয়তানের কারসাজিতে প্রকাশ হইয়া থাকে। কোন ব্যক্তি ভয়-ভীতিজনক স্বপ্ন দেখিলে বাম দিকে থুথু দিয়া ঐ স্বপ্নের কুফল হইতে আল্লাহ তায়ালার আশ্রয় গ্রহণ করিবে; এই ব্যবস্থাবলম্বন করিলে ঐ কুস্বপ্নের কোন ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া হইবে না।

১৬১৪। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ

এই দোয়াটি যে ব্যক্তি একশত বার পড়িবে সে দশটি ক্রীতদাস আজাদ করার ছওয়াব পাইবে, একশতটি নেক আমলের ছওয়াব তাহার জন্য লেখা হইবে, তাহার একশতটি গোনাহ আমলনামা হইতে মুছিয়া ফেলা হইবে এবং (সকালে উহা পড়িলে) সমস্ত দিনের জন্য তাহার পক্ষে শয়তান হইতে সুদৃঢ় রক্ষাবূহ্য স্বরূপ হইবে এবং তাহার অপেক্ষা অধিক মর্তবা লাভকারী কেহ হইবে না, অবশ্য যদি কেহ উল্লিখিত দোয়ার গণনা পূর্ণ করিয়া আরও অধিক নেক আমল করে।

১৬১৫। **হাদীছ ঃ**— সায়াদ ইবনে আবু অক্কাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা ওমর (রাঃ) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অন্দর গৃহে উপস্থিত হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। তখন উম্মুল-মোমেনীনগণ হযরতের নিকট বসিয়া খোরাকীর পরিমাণ বাড়াইয়া দিবার দাবীতে উচ্চৈঃস্বরে কথাবার্তা বলিতে ছিলেন। এমতাবস্থায় যখন ওমর (রাঃ) তথায় উপস্থিত হওয়ার অনুমতি চাহিলেন তখন উম্মুল-মোমেনীনগণ তথা হইতে দৌড়িয়া আড়ালে চলিয়া গেলেন।

হযরত (দঃ) ওমর (রাঃ)কে অন্দরে আসিবার অনুমতি দিলেন; হযরত (দঃ) তখন হাঁসিতে ছিলেন। ওমর (রাঃ) হযরত (দঃ)কে হাঁসিতে দেখিয়া বলিলেন, আল্লাহ আপনাকে হাসি-মুখ রাখুন, ইয়া রসুলুল্লাহ। (অর্থাৎ এখন হাঁসিবার কারণ কি?)

হযরত (দঃ) বলিলেন, আমি আশ্চার্য্যান্বিত হইলাম, এই নারীগণের প্রতি—তাহারা আমার নিকট (দাবী-দাওয়া পেশ করিতে) ছিল, কিন্তু আপনার আওয়াজ শুনিয়া দৌড়িয়া আড়ালে পালাইয়াছে।

ওমর (রাঃ) বলিলেন, আপনার প্রতি অধিক ভয় রাখা তাহাদের পক্ষে বড় কর্তব্য। অতঃপর ওমর (রাঃ) উম্মুক্ত-মোমেনীনগণকে সম্বোধন করিলেন—হে আপন জানের-শত্রু নারীগণ! তোমরা আমাকে ভয় কর, রসুলুল্লাহ (দঃ)কে ভয় কর না?

উম্মুল মোমেনীনগণ আড়াল হইতে উত্তর করিলেন, হাঁ—নিশ্চয় আপনাকে অধিক ভয় করি; আপনি রসুলুল্লাহ (দঃ) অপেক্ষা অধিক কড়া ও কঠোর মেযাজের।

হযরত (দঃ) ওমর (রাঃ)কে বলিলেন, শয়তান যখনই আপনাকে কোন পথে চলিতে দেখে তখনই শয়তান ঐ পথ ত্যাগ করতঃ অন্য পথ অবলম্বন করিয়া থাকে।

● অর্থাৎ আপনার মধ্যে খোদা-প্রদত্ত প্রভাব এইরূপ রহিয়াছে যে, শয়তান ও শয়তানের প্ররোচনার কার্য্যে লিপ্ত মানুষ আপনাকে দেখিলে ভীত সন্ত্রস্ত না হইয়া পারে না।

১৬১৬। **হাদীছ ঃ**— আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন ব্যক্তি নিদ্রা হইতে উঠিলে অজু করাকালে তাহার জন্য বিশেষ কর্তব্য হইবে—তিনবার নাকে পানি দিয়া নাক ঝাড়া। কারণ, নিদ্রাবস্থায় শয়তান মানুষের নাসিকা-নালীর উর্দ্ধস্থানে (চক্ষুদ্বয়, নাসিকা ও মস্তিষ্কের মিলনস্থলে) অবস্থান করিয়া থাকে।

ব্যাখ্যা ঃ—প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে একজন শয়তান সর্বদার জন্য নিয়োজিত থাকে বলিয়া হাদীছে উল্লেখ আছে। মানুষের নিদ্রার সময় তাহার শয়তান উল্লিখিত স্থানে অবস্থান করে; যেন ঐ মানুষটির মূল শক্তিসমূহের উপর শয়তান প্রভাব রাখিতে পারে। অজুর পানির বরকতে শয়তানের সেই আছর বা প্রভাব-প্রতিক্রিয়া সহজে দূরীভূত হইবে।

জ্বিন সম্প্রদায় এবং তাহাদের বেহেশত লাভ

মানুষ সম্প্রদায় হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন "জ্বিন" নামে একটি সম্প্রদায় এই জগতে বসবাসকারী আছে। সেই জ্বিন সম্প্রদায়ের অস্তিত্বকে সপ্রমাণিত করার উদ্দেশ্যেই ইমাম বোখারী (রঃ) বিশেষরূপে এই পরিচ্ছেদটির উল্লেখ করিয়াছেন।

জ্বিন সম্প্রদায়ের অস্তিত্বের স্বীকৃতি মোসলমানদের জন্য অকাট্য বিষয়।

বোখারী শরীফের সুপ্রসিদ্ধ শরাহ্ "কাস্তালানী নামক কেতাবে আছে—"কোরআন ও হাদীছের স্পষ্ট উক্তিসমূহ এবং ছাহাবা ও তাবেয়ীনদের যুগ হইতে সমস্ত ওলামাদের-ঐক্যমতপূর্ণ সিদ্ধান্ত এবং পূর্ববর্তী নবীগণ হইতে অকাট্য বিশ্বস্ত সূত্রে পরম্পরা যাহা বর্ণিত হইয়া আসিতেছে—ঐ সবের দ্বারা জ্বিন সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব সপ্রমাণিত আছে, সুতরাং যুক্তির ধ্বজাধারীরা উহার অস্তিত্ব স্বীকার করায় কোন প্রকার দ্বিধার সৃষ্টি করিতে পারে না।" (৫ম খণ্ড ৩০৩ পৃঃ)

বোখারী শরীফের আর একখানা শরাহ "আঈনী" নামক কেতাবে আছে—

لم يخالف احد من طوائف المسلمين فى وجود الجن
وجمهور طوائف الكفار على اثبات الجن

"মোসলেম সম্প্রদায়ভুক্ত যতগুলি উপদল আছে তাহাদের কোন একটি দলও জ্বিনের অস্তিত্বের স্বীকৃতি দানে দ্বিমত প্রকাশ করে নাই, এমনকি অমোসলেমগণের অধিকাংশ দলগুলিও উহাকেই সমর্থন করিয়া থাকে।" (৭ম খণ্ড ২৮৫ পৃঃ)

ইমাম বোখারী (রঃ) এস্থানে কতিপয় আয়াত ও হাদীছের উল্লেখ করিয়াছেন। অধুনা মোসলমান নামধারী কোন কোন মানুষ জ্বিনের অস্তিত্ব সম্পর্কে সকল মোসলমানদের আকিদাকে উপেক্ষা করিতেছে। এমনকি স্বীয় পাণ্ডিত্যের বলে তফছীরকার সাজিয়া এ সম্পর্কীয় স্পষ্ট আয়াত সমূহের বিকৃত ব্যাখ্যা প্রদান করার অসাধু চেষ্টা করিয়াছে, তাই নিম্নে জ্বিনের অস্তিত্ব প্রমাণকারী সমুদয় আয়াত ও হাদীছের পূর্ণ বিবরণ দান করা হইতেছে।

(১) وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيٰطِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ

"এবং এইরূপে প্রত্যেক নবীর জন্য শত্রু বানাইয়াছি। মানব ও জ্বিন সমাজের শয়তানদিগকে।" (৮ পারা ১ রুঃ—)

(২) يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ
اٰيٰتِىْ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا

কেয়ামতের হিসাব-দিবসে আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে তিরস্কার স্বরূপ বলা হইবে—"হে জ্বিন এবং মানব সমাজ! তোমাদের নিকট কি তোমাদেরই মধ্য হইতে (আমার মনোনীত) রসুলগণ পৌঁছিয়াছিলেন না? যাঁহারা তোমাদেরে আমার আয়াতসমূহ পড়িয়া শুনাইতেন এবং এই (হিসাবের) দিবস সম্পর্কে সতর্ক করিতেন।" (৮ পাঃ ২ রুঃ)

(৩) قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ ..... مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ

"আল্লাহ বলিবেন, তোমাদের (জাগতিক জীবনের) পূর্ববর্তী জ্বিন ও ইনছানের যে দলগুলি দোযখে গিয়াছে তাহাদের সঙ্গে মিলিয়া তোমরাও আগুনে প্রবেশ কর।" (৮ পাঃ ১১ রুঃ)

(৪) وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا

"এবং জ্বীন ও ইনছানদিগের মধ্য হইতে দোযখের জন্য পয়দা করিয়াছি এমন অনেককে, যাহাদের হৃদয় আছে, কিন্তু তাহা দ্বারা (হক ও সত্য) বুঝিবার চেষ্টা করে না। চক্ষু আছে, কিন্তু তাহা দ্বারা (হক পথ) দেখিতে চায় না। কান আছে, কিন্তু তাহা দ্বারা (হক কথা) শ্রবণের চেষ্টা করে না—ইহারা চতুষ্পদ পশু তুল্য, বরং অধিকতর অজ্ঞ; ইহারাই ত হইতেছে গাফেল ও উদাসীন সমাজ।" (৯ পারা ১২ রুকু)

(৫) لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

"নিশ্চয় আমি জাহান্নামকে পূর্ণ করিব জ্বিন ও মানুষ দ্বারা।" (১২ পারা ১০ রুকু)

(৬) لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ

"আপনি ঘোষণা করিয়া দিন যে, এই কোরআনের অনুরূপ পেশ করার জন্য মানুষ ও জ্বিন সকলের শক্তি যদি একত্রে সমবেত হয় তাহা হইলেও ইহার অনুরূপ তাহারা পেশ করিতে পারিবে না।" (১৫ পাঃ ১০ রুঃ)

(৭) فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ

"যখন ফেরেশতাদিগকে বলিয়াছিলাম, অবনমিত হও আদমের প্রতি। সেমতে সকলে অবনমিত হইল, কিন্তু হইল না ইবলীস—সে ছিল জিনদিগের একজন, কিন্তু সে নিজ প্রভুর আদেশকে অমান্য করিল।" (১৫ পাঃ ১৯ রুঃ)

(৮) وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ

"আর ছোলায়মান (আঃ)-এর জন্য সমবেত করা হইল তাঁহার ফৌজগুলিকে—জিনদিগের মধ্য হইতে, মানুষদিগের মধ্য হইতে ও পক্ষীদিগের মধ্য হইতে; সেমতে সুবিন্যস্ত করা হইল তাহাদিগকে।" (১৯ পাঃ ১৭ রুঃ)

(৯) قَالَ عِفْرِيْتٌ مِّنَ الْجِنِّ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ تَقُوْمَ مِنْ مَّقَامِكَ

"এক দুর্দান্ত জিন সোলায়মান (আঃ)কে বলিল, আপনি নিজের মজলিস হইতে উঠিবার পূর্বেই আমি বিলকিসের সিংহাসনকে আপনার নিকট নিয়া আসিতেছি।" (১৯ পাঃ ১৮ রুঃ)

(১০) ..... حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّىْ لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ.....

"ইচ্ছা করিলে প্রত্যেককে আমি (বাধ্যতামূলক—জবরদস্তি) সৎ পথে পরিচালিত করিতে পারিতাম, কিন্তু (ঐরূপ ব্যবস্থা ইহজগতের মূল উদ্দেশ্য—পরীক্ষার পরিপন্থি, তাই ঐ ব্যবস্থাবলম্বন না করিয়া সকলকে ইচ্ছাশক্তি ও কর্মশক্তি প্রদান করতঃ এক শ্রেণীর করিয়া দিয়াছি, সেই সূত্রে) পাপিষ্ঠগণ সম্পর্কে আমার তরফ হইতে এই বাক্য সুসাব্যস্ত হইয়া রহিয়াছে যে, নিশ্চয় জাহান্নামকে আমি পূর্ণ করিব ঐ শ্রেণীর জিন ও মানুষ দ্বারা।" (২১ পাঃ ১৫ রুঃ)

(১১) فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ اَنْ لَّوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوْا.....

"(হযরত সোলায়মান (আঃ) কর্তৃক কার্যে নিয়োজিত জিনগণ কার্য্য চালাইয়া যাইতেছিল) অবশেষে যখন তিনি পতিত হইয়া গেলেন (এবং সকলে তাহার মৃত্যু উপলব্ধি করিতে পারিল) তখন জিনগুলি স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিল যে, তাহারা যদি গায়েবের খবর জানিতে পারিত তাহা হইলে তাহারা হেয়তাজনক কষ্টদায়ক কার্য্য বহন করিয়া চলিত না।" (২২ পাঃ ৮ রুঃ)

(১২) وَجَعَلُوْا بَيْنَهٗ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا ـ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ اِنَّهُمْ.....

"(মক্কার কাফেররা) আল্লাহ এবং জিনদের মধ্যে (পরিণয় সূত্রের) সম্পর্ক স্থাপনের উক্তি করিয়া থাকে; অথচ জিনগণও জ্ঞাত আছে যে, তাহাদেরও কর্মফল ভোগের সম্মুখীন হইতে হইবে।" (২৩ পাঃ ছুরা ছাফ্‌ফাত শেষ রুকু)

ইমাম বোখারী (রঃ) এই আয়াতের তফছীর সম্পর্কে উল্লেখ করিয়াছেন যে, মক্কার কাফের কোরায়েশগণ বলিয়া থাকিত যে, ফেরেশতাগণ আল্লাহ তায়ালার কন্যা এবং সেই কন্যাগণের মাতা হইল জিন সর্দারদের মেয়েগণ।

(১৩) وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِىْٓ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ

"উপরোল্লিখিত কাফেরদের উপর দোযখে যাওয়ার হুকুম বলবৎ হইয়া যাইবে—ঐ সব জিন ও মানুষদের সহিত মিলিত হইয়া যাহারা (জাগতিক জীবনে) তাহাদের পূর্বযুগে ছিল। (২৪ পাঃ ১৭ রুঃ)

(১৪) اَرِنَا الَّذَيْنِ اَضَلّٰنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ اَقْدَامِنَا

"কাফেরগণ (কেয়ামতের দিন) বলিবে, হে পরওয়ারদেগার! মানুষ ও জিনের মধ্য হইতে যে দুই দলে আমাদিগকে পথভ্রষ্ট করিয়াছে তাহাদিগকে আমাদের দৃষ্টিগোচর করিয়া দাও, তাহাদেরে আমরা পদদলিত করিব।" (২৪ পাঃ ১৮ রুঃ)

(৫) وَاِذْ صَرَفْنَا اِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُوْنَ الْقُرْاٰنَ

"সেই সময়টি স্মরণীয় যখন জিনদের একটি দলকে আপনার (রসুলুল্লার) প্রতি ফিরাইয়া দিলাম, যাহারা কোরআন শ্রবন করিতেছিল।" (২৬ পাঃ ৪ রুঃ)

(১৬) وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ

"জিন এবং মানুষকে আমি পয়দা করিয়াছি কেবল মাত্র এই জন্য যে, তাহারা আমার গোলামী করিবে।" (২৭ পাঃ ছুরা জারিয়াত)

● জিন সম্প্রদায়কে ব্যক্ত করার জন্য কোরআন মজিদে তিনটি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে; জিন, জিন্নাত ও জান। আরবী অভিধানেও "জান" শব্দকে জিন জাতি ও সম্প্রদায় অর্থে লিখিয়াছে—"কামুস" নামক প্রসিদ্ধ আরবী অভিধানে আছে, الجان اسم جمع للجن "জান" শব্দটি জিনের জাতি ও সম্প্রদায় অর্থে ব্যবহৃত হয়। "জিন্নাত" শব্দটি সম্পর্কেও ঐ অভিধানে লিখিয়াছে—الجنة طائفة من الجان "জিন্নাত" শব্দটি জিন সম্প্রদায়ের দল অর্থে ব্যবহৃত হয়।

(১৭) وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ - وَالْجَانَّ خَلَقْنٰهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَّارِ السَّمُوْمِ -

"আমি মানুষকে পয়দা করিয়াছি পচা দুর্গন্ধময় কর্দম হইতে এবং জিনকে পয়দা করিয়াছি উহার পূর্বে লু-হাওয়ার (ন্যায় সূক্ষ্ম ও নির্মল) অগ্নিত হইতে।" (১৪ পাঃ ৪ রুঃ)

(১৮) خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ - وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ.....

"আল্লাহ তায়ালা মানুষকে পয়দা করিয়াছেন পচা কর্দম হইতে—যাহা (অতি শুষ্ক হইয়া আগুনে পোড়ার ন্যায় শক্ত খনখন) শব্দকারী তুল্য ছিল। আর জিনকে পয়দা করিয়াছেন নির্মল অগ্নি হইতে।" (২৭ পারা ১১ রুকু)

يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ...... (১৯)

"হে জিন ও ইনছানের জমায়াত (আল্লাহকে এড়াইবার জন্য) যদি আছমান-জমিনের এলাকা হইতে বাহির হইয়া যাইতে সমর্থ হও তাহা হইলে বাহির হইয়া যাও; কিন্তু বাহির হওয়ার জন্যও ত সামর্থ্যের প্রয়োজন। (২৭ পারা ছুরা আর-রহমান)

فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهٖۤ اِنْسٌ وَّلَا جَانٌّ- (২০)

"কোন মানুষকে বা জিনকে সে দিন তাহার অপরাধ (প্রমাণ করা) সম্পর্কে (বিশেষ কিছু) জিজ্ঞাসা করা (আবশ্যক) হইবে না।" (২৭ পারা ছুরা আর-রহমান)

لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ- (২১)

"(বেহেশতের হুরগণ—) তাহাদিগকে পূর্বে কোন মানুষ বা জিন স্পর্শ করে নাই।"

এতদ্ব্যতীত ছুরা আর-রহমানের আয়াত— فَبِاَیِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ "তোমরা দুই জাতি স্বীয় পরওয়ারদেগারের কোন্ নেয়ামতটা ঝুটলাইতে পার?" এই আয়াতটি উক্ত ছুরায় ১৩ বার আসিয়াছে; এখানে বিশেষ আকর্ষণীয় বিষয় এই যে, এই আয়াতটির মধ্যে "كُمَا—কুমা" ও "تُكَذِّبٰنِ—তুকাজ্জেবান" শব্দদ্বয় আরবী ব্যাকরণ মতে দ্বিবচণ; যাহার অর্থ বিশ্ববাসী দুইটি সম্প্রদায় ও দুইটি জাতি; এবং সমস্ত তফছীরকারগণই এস্থলে মানুষ ও জিন জাতীদ্বয়কে উক্ত দ্বিবচণের উদ্দেশ্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

জিন সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব সম্পর্কে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ পবিত্র কোরআনের ২৯ পারার বিশেষ ছুরা "ছুরা-জিন"। ঐ ছুরাটি সম্পূর্ণরূপে জিনদের একটি বিশেষ ঘটনার বর্ণনা; ঐ ছুরার মধ্যে জিন সম্প্রদায় সম্পর্কে বহু তথ্য বর্ণিত আছে। কোন খাঁটী আলেমের নিকট ঐ ছুরাটির শুধু তর্জমা জ্ঞাত হইতে পারিলেও একটি সাধারণ মানুষ বলিতে বাধ্য হইবে যে, পবিত্র কোরআনের প্রতি ঈমানধারী ব্যক্তি কখনও জিন সম্প্রদায় নামে এই জগতে বসবাসকারী একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দিহান হইতে পারে না।

পাঠকবর্গ। পূর্বে যে পণ্ডিত সাহেবের সমালোচনা করা হইয়াছে সেই পণ্ডিত সাহেব তফছীরকার সাজিয়া পবিত্র কোরআনের যে সব অপব্যাখ্যা করিয়াছেন তন্মধ্যে তাহার আবিষ্কৃত একটি তথ্য ইহাও তিনি সরবরাহ করিয়াছেন যে, জিন নামে কোন বিশেষ সম্প্রদায় নাই। তিনি পরিষ্কার লিখিয়াছেন—"কোরআনের বর্ণনামতে জিন বলিতে এক শ্রেণীর মানুষকেই বুঝাইতেছে।" ৫—৬২২

এমনকি মানুষ জাতীর কোন্ শ্রেণীটিকে জিন বলিয়া স্থির করিবেন সে সম্পর্কেও পণ্ডিত সাহেব কম চেষ্টা করেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন—"আরবের 'বন্ধু' ইউরোপের

'বেদুইন' ও আমাদের দেশের বাদিয়া (বেদে) ইহা হইতে উৎপন্ন। ফলতঃ কোরআনের বর্ণিত জিনদিগের বাস ছিল নাগরিক জীবনের সংশ্রব হইতে দূরে, পাহাড়-পর্বতে ও বনজঙ্গলে। দুনিয়ার সব দেশের আদিম অধিবাসীদিগের অবস্থাও এইরূপ ছিল। হযরত রসুলে করীম এই বন্য ও পাহাড়ীয়া মানুষ (জিন) দিগকে নাগরিক ও সামাজিক মানুষদিগের সমান পর্য্যায়ে উপনীত করিয়া দিতেছেন।" ৫—৬২৯

পণ্ডিত সাহেবের মতবাদের সারমর্ম এই যে, (১) বাস্তবে "জিন" বলিতে মানুষ হইতে ভিন্ন কোন সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব নাই। (২) পবিত্র কোরআনে বিশেষ রূপে ছুরা জিনের মধ্যে নানাপ্রকার বিষয় সম্পর্কে যে, জিনের উল্লেখ আছে তাহার উদ্দেশ্য মানুষেরই একটি শ্রেণী। (৩) "জিন" বলিয়া যেই শ্রেণীকে উদ্দেশ্য করা হইয়াছে তাহারা হইল প্রত্যেক দেশের আদিম অধিবাসীগণ যাহারা অনুন্নতরূপে পাহাড়ে-জঙ্গলে বসবাসের জীবন-যাপন করিয়া থাকে সেই শ্রেণীর মানুষ। এবং তাহারা ধীরে ধীরে আদর্শবাদী রূপে রূপান্তরিত হইয়া নাগরিক ও সামাজিক জীবন লাভ করিতে পারে এবং অনেকে তাহা করিয়া নিয়াছে।

পাঠকবর্গ! জিন সম্প্রদায়রূপে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব প্রমাণিত করার জন্য আমরা পবিত্র কোরআন হইতে ২৩টি আয়াত উদ্ধৃত করিয়াছি। সে সবের দ্বারা স্পষ্টতঃ প্রমাণিত হইতেছে যে, মানুষ সম্প্রদায়ের ন্যায় একটি বিশেষ সম্প্রদায় জিন এই জগতে বিদ্যমান আছে—যাহারা অন্যান্য জীব-জন্তু হইতে ভিন্ন—মানুষের ন্যায় আল্লাহ তায়ালার হুকুম-আহকাম আদেশ ও নিষেধাবলীর মোকাল্লাফ বা আওতাভুক্ত; উহা লঙ্ঘণে তাহারাও দোজখের শাস্তি ভোগ করিবে এবং পালনে দোজখ হইতে পরিত্রাণ পাইবে, সুফল লাভ করিবে।

পণ্ডিত সাহেবের মতবাদ উক্ত আয়াতসমূহ ও সমুদয় দলীল প্রমানাদির সম্পূর্ণ বিরোধী। বিশেষতঃ ১৭ ও ১৮ নম্বরের আয়াতদ্বয়—যেখানে স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ রাব্বোল আলামীন মানুষ ও জিন উভয়ের সৃষ্টি পদার্থ ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া ঘোষণা দিয়াছেন—মানুষের সৃষ্টি পদার্থের মূল হইল মাটি এবং জিনের সৃষ্টি পদার্থের মূল হইল অগ্নি। এমতাবস্থায় জিনকে মানুষেরই একটি শ্রেণী বলিয়া দাবী করা কোন্ পর্য্যায়ের দাবী তাহা পাঠকের বিচার্য্য। এমনকি পণ্ডিত সাহেবও স্বীয় তথাকথিত "তফছীরুল কোরআনে" আলোচ্য আয়াত সমূহ সম্পর্কে স্বীয় মতবাদ অনুসারে কোন কিছু সরবরাহ করিতে সক্ষম হন নাই হইবেনও না।

এতদ্ভিন্ন ছুরা জিন যাহার তফছীরেই পণ্ডিত সাহেব স্বীয় আভ্যন্তরীন পলীদ মতবাদের উদগার করিয়াছেন সেই ছুরারই একটি আয়াত পেশ করিতেছি যেখানে আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং জিনগণের একটি উক্তি উল্লেখ করিয়াছেন—

وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا - وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ

مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا.....

"আর আমরা আকাশের নিকটবর্তী হইয়াছিলাম; দেখিলাম, তাহা পরিপূর্ণ হইয়া আছে মযবুত রক্ষকগণের ও নক্ষত্রগুলির দ্বারা। আর পূর্বে আমরা উহার (আকাশের) বিশেষ স্থানসমূহে বসিতাম (তথাকার আলোচনা) শ্রবণের উদ্দেশ্যে, কিন্তু এখন যদি কেহ শুনিবার চেষ্টা করে সে প্রস্তুত অগ্নি-শিখার সম্মুখীন হয়। (আকাশের এই পরিবর্তনের দ্বারা) বস্তুতঃ পৃথিবীর অধিবাসীগণের অমঙ্গলের ইচ্ছা করা হইয়াছে কিংবা তাহাদের পরওয়ারদেগার তাহাদের জন্য কোনও মঙ্গল সাধনের ইচ্ছা করিয়াছেন—তাহা আমরা অবগত নহি।"

পাঠকবর্গ! ছুরা জিনের মধ্যে যেই জিনদের উল্লেখ হইয়াছে তাহাদের সম্পর্কে তাহাদেরই উক্তিরূপে পবিত্র কোরআন উক্ত আয়াতে যে বর্ণনা দান করিল উহার মর্ম উপলব্ধি করার পর পণ্ডিত সাহেবের বক্তব্য স্মরণ করুন যে, "এই ছুরায় বর্ণিত ঘটনায় জিন বলিতে এক শ্রেণীর মানুষকেই বুঝান হইয়াছে এবং তাহারা অনুন্নত পাহাড়ী মানুষ।" উক্ত আয়াত দৃষ্টে এইরূপ উক্তিকে পাগলের প্রলাপ বৈ কি বলা যায়? কোথায় পাহাড়ী মানুষ আর কোথায় আকাশে যাইয়া ফেরেশতাগণ কর্তৃক নক্ষত্র নিক্ষিপ্ত হওয়া? এই সবের সঙ্গে পাহাড়ী মানুষের কি সম্পর্ক?

এতদ্ভিন্ন উক্ত আয়াতের মর্ম ও ছুরা জিনের ঘটনা সম্পর্কে বোখারী শরীফের ৭২২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত একখানা হাদীছ উল্লেখ করিতেছি। ঐ হাদীছের তথ্য সমূহের সঙ্গে পণ্ডিত সাহেবের আবিষ্কৃত পাহাড়ী মানুষের কি সম্পর্ক তাহাই লক্ষণীয়।

১৬১৭। হাদীছ ঃ— ইবনে আব্বাস (রাঃ) (হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) হইতে শুনিয়া) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এক সময় স্বীয় কতিপয় ছাহাবী সহ (মক্কা নগরী হইতে বহু দূরে তায়েফ নগরীর নিকটবর্তিস্থিত) "ওকায" নামক প্রসিদ্ধ মেলা বা হাটের দিকে যাইতেছিলেন।

ইতিপূর্বে দুষ্ট জিনগণ যে, আকাশের নিকটবর্তী যাইয়া (ফেরেশতাগণের আলাপ আলোচনা হইতে) কোন কোন তথ্য জ্ঞাত হইয়া থাকিত তাহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং ঐরূপ জিনদের প্রতি নক্ষত্র নিক্ষিপ্ত করিয়া তাহাদিগকে তথা হইতে বিমুখ হইয়া ফিরিতে বাধ্য করা হইয়াছিল। ইহার পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যাবর্তনকারী জিনগণকে অন্যান্য জিনগণ জিজ্ঞাসা করিল, তোমাদের কি অবস্থা? তাহারা উত্তর করিল, উর্দ্ধ জগতে আমাদের যাতায়াত বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং আমাদের প্রতি নক্ষত্র নিক্ষেপ করা হইয়াছে। তাহারা সকলেই বলিল, নিশ্চয় কোন বিশেষ বস্তুর সৃষ্টির দরুণই এই প্রতিবন্ধকতার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। চল সকলে জগতের চতুর্দিকে তালাশ করিয়া বেড়াই যে, ঐ বস্তুটি কি? অতঃপর তাহারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িল।

জিনদের যেই দলটি মক্কা এলাকার প্রতি আসিয়াছিল তাহারা (মক্কা হইতে এক দিনের পথ দূরে অবস্থিত) "বতনে-নখ্‌লা" নামক স্থানের দিকে আসিল। তখন ঐ স্থানে

রসুলুল্লাহ (দঃ) ওকাযের হাটের দিকে (ইসলামের তবলীগ উদ্দেশ্যে) যাওয়ার পথে স্বীয় সঙ্গীগণ সহ বিশ্রাম নিতে ছিলেন এবং (উচ্চৈঃস্বরে কেরাতের সহিত) ভোর বেলার নামায আদায় করিতেছিলেন। ঐ জিনগণ কোরআন তেলাওয়াতের আওয়াজ শুনিতে পাইয়া উহার প্রতি মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করতঃ তথায় দাঁড়াইল এবং দৃঢ় বিশ্বাস করিল যে, ইহাই ঐ বস্তু যাহার কারণে আকাশের নিকটবর্তী আমাদের যাতায়াত বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তৎক্ষণাৎ তাহারা তথা হইতে স্বজাতীদের প্রতি ফিরিয়া আসিল এবং সকলের সম্মুখে ঘটনা বর্ণনা করিল, (যাহার বিস্তারিত বিবরণ পবিত্র কোরআন "ছুরা-জিনে" রহিয়াছে—)

اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا يَّهْدِىْٓ اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ وَلَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا

"আমরা এক আশ্চর্য্যজনক বস্তুর তেলাওয়াত শুনিতে পাইয়াছি, উহা সৎপথ প্রদর্শন করিয়া থাকে, তাই আমরা উহার প্রতি ঈমান স্থাপন করিয়াছি এবং স্বীয় সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে কাহাকেও শরীক সাব্যস্ত করিব না।"

এই সম্পর্কেই আল্লাহ তায়ালা আয়াত নাযেল করিলেন—(ছুরা-জ্বীনের আরম্ভ)

قُلْ اُوْحِىَ اِلَىَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ۔

"আপনি সকলকে জানাইয়া দিন, আমাকে অহী দ্বারা জ্ঞাত করা হইয়াছে যে, জিনদের একটি দল বিশেষ মনযোগের সহিত কোরআন তেলাওয়াত শুনিয়াছে।"

১৬১৮। **হাদীছ :**— আবদুর রহমান (রঃ) প্রসিদ্ধ তাবেয়ী মছরুক (রঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, রাত্রি (-তথা ভোর) বেলা জিনগণ যে, কোরআনের তেলাওয়াত শুনিয়াছিল সেই ঘটনা নবী (দঃ)কে (অহী ব্যতীত অন্য) কেহ জ্ঞাত করিয়াছিল কি? তিনি বলিলেন, আপনার পিতা—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, একটি বৃক্ষ তাঁহাকে ঐ জিনদের সম্পর্কে জ্ঞাত করিয়াছিল। (৫৪৪ পৃঃ)

১৬১৯। **হাদীছ :** আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জন্য অজুর পানির পাত্র এবং এস্তেঞ্জার জন্য পানির লোটা আনিয়া থাকিতেন। একদা তিনি লোটা নিয়া আসিতে ছিলেন, হযরত (দঃ) তাঁহাকে বলিলেন, আমার জন্য কয়েকটি পাথর খণ্ড নিয়া আস, আমি (উহা কুলুখরূপে ব্যবহার করিয়া) পরিচ্ছন্নতা হাসিল করিব; হাড্ডি বা (উট, গরু, ঘোড়ার) লেদা—মল যেন না হয়।

আমি কতিপয় পাথর খণ্ড স্বীয় কাপড়ে করিয়া নিয়া আসিলাম এবং হযরতের নিকটে রাখিয়া আমি তথা হইতে দূরে চলিয়া গেলাম। হযরত (দঃ) অবসর হওয়ার পর আমি তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হইলাম এবং জিজ্ঞাসা করিলাম, হাড্ডি ও লেদা সম্পর্কে

নিষেধ করার কারণ কি? হযরত (দঃ) বলিলেন, ঐ বস্তুদ্বয় জিনদের (ও তাহাদের যানবাহনের) খাদ্যবস্তু।

"নহীবীন" নামক স্থানে বসবাসকারী একদল জিন আমার নিকট তাহাদের খাদ্য সম্পর্কে আবেদন জানাইলে আমি আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়া করিয়াছি যে, তাহারা হাড্ডি ও লেদার নিকটবর্তী হইলে যেন উহাতে তাহাদের (ও তাহাদের যানবাহনের) খাদ্যবস্তু জন্মিয়া যায়। (৫৪৪ পৃঃ)

ব্যাখ্যা ঃ—এই সম্পর্কে মোসলেম শরীফের একখানা হাদীছ আছে—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রাত্রে আমরা রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম; হঠাৎ তিনি আমাদের হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলেন। পাহাড়ী এলাকায় অনেক তালাশ করা সত্ত্বেও আমরা তাঁহার কোন খোঁজ পাইলাম না। আমরা আশঙ্কা করিতে লাগিলাম যে, তাঁহাকে কোন জিনে উড়াইয়া লইয়া গেল বা গোপনে তাঁহার প্রাণনাশ করিয়া ফেলা হইল। এই ভাবনা-চিন্তায় ঐ রাত্রিটি আমাদের জন্য সর্বাধিক যন্ত্রণাদায়ক রাত্ররূপে অতিবাহিত হইল।

প্রভাতে হঠাৎ আমরা দেখিলাম, হযরত (দঃ) হেরা পর্বতের দিক হইতে আসিতেছেন। আমরা তাঁহার নিকট আমাদের রাত্রির অবস্থা বর্ণনা করিলাম। হযরত (দঃ) বলিলেন, জিনদের প্রতিনিধি দল আসিয়া আমাকে দাওয়াত করিয়াছিল; আমি তাহাদের সঙ্গে গিয়াছিলাম. তাহাদিগকে কোরআন তেলাওয়াত করিয়া শুনাইয়াছি।

অতঃপর হযরত (দঃ) স্বয়ং আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া জিনদের সম্মেলন স্থানটি দেখাইলেন; তথায় তাহাদের প্রজ্জলিত অগ্নির নিদর্শন দেখিতে পাইলাম।

তাহারা স্বীয় খাদ্যবস্তু সম্পর্কে হযরত (দঃ)কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, হযরত (দঃ) তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, আল্লাহ তায়ালার নামে জবেহকৃত জানোয়ারের হাড্ডি তোমাদের হস্তে আসিলে উহা গোশতপূর্ণ হইয়া যাইবে এবং পশুর লেদাসমূহ তোমাদের যানবাহনের খাদ্য হইবে।

অতঃপর রসূলুল্লাহ (দঃ) আমাদিগকে বলিলেন, তোমরা উক্ত বস্তুদ্বয় দ্বারা কুলুখ ব্যবহার করিও না। কারণ, উহা তোমাদের ভাই জিনদের খোরাক। ঐ জিন দলটি (সিরিয়া ও এরাকের মধ্যে অবস্থিত) "আল জাযীরা" এলাকার ছিল।

পাঠকবর্গ! পণ্ডিত সাহেব মাবড়সার জাল অপেক্ষা দুর্বল—বাজে কথা শ্রেণীর দুই-চারিটি কথা দলীলরূপে পেশ করিয়াছেন ঐগুলি ছিন্ন করা জনসাধারণের জন্য কল্যাণকর হইবে।

প্রথমতঃ তিনি একটি হাস্যস্পদ ধরণের দোষারূপ করিয়া লিখিয়াছেন যে, জিনদের প্রকৃত স্বরূপ যে কি সে সম্বন্ধে ঘোর মতবিরোধ চলিয়া আসিতেছে।"

কোন একটা বস্তুর আকৃতি, প্রকৃতি ইত্যাদি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞগণকে মত বিরোধ করিতে দেখিয়া উহার অস্তিত্বকে অস্বীকার করা কোন বুদ্ধিমানের কাজ হয় কি? মানুষের

আত্মা সম্পর্কে বিভিন্ন শ্রেণীর বৈজ্ঞানিকদের অনেক অনেক মতাবিরোধ আছে। তাহা দেখিয়া পণ্ডিত সাহেব আত্মার অস্তিত্বকে অস্বীকার করিবেন কি?

দ্বিতীয়তঃ তিনি জিনদের সম্পর্কে কোরআনে ব্যবহৃত "نفر নফর" এবং "معشر-মা'শার" শব্দদ্বয় সম্পর্কে প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, উক্ত শব্দদ্বয় একমাত্র মানব জাতির জন্য ব্যবহৃত হয়, তাই জিন মানব শ্রেণীর বস্তুই হইবে।

পণ্ডিত মিশ্রার এই সব দাবীর অসাড়তা প্রমাণে উক্ত শব্দদ্বয় সম্পর্কে সংক্ষিপ্তরূপে দুইটি প্রমাণ—একটি হাদীছ, আর একটি আরবী অভিধানের উদ্ধৃতি পেশ করিতেছি—

اذهب فسلم على اولئك النفر وهم نفر من الملائكة

(১) نفر—নফর শব্দ সম্পর্কে বোখারী শরীফের ও মোসলেম শরীফের একটি হাদীছের অংশবিশেষ ইহা। ঐ হাদীছে হযরত আদম (আঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে সৃষ্টি করিয়া আদেশ করিলেন—

"আপনি ঐ দলটির প্রতি যান এবং তাহাদিগকে সালাম করুন—ঐ দলটি ছিল ফেরেশতাগণের একটি দল।"

পাঠকবর্গ! লক্ষ্য করুন এস্থলে ফেরেশতাগণকে উদ্দেশ্য করিয়া "نفر নফর" শব্দটি অত্র হাদীছে দুইবার ব্যবহৃত হইয়াছে। পণ্ডিত সাহেব কি ফেরেশতাকেও এক শ্রেণীর মানুষ গণ্য করিবেন? নতুবা ত তাহার এই দাবী সত্য হইবে না যে, "نفر নফর" শব্দ মাত্র মানব জাতির জন্যই ব্যবহৃত হয়। বস্তুতঃ نفر নফর ও معشر মা'শার উভয় শব্দই জামাত ও দল অর্থে সকলের জন্যই ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

(২) معشر-মা'শার শব্দটি সম্পর্কে আরবী অভিধানের বিশেষ গ্রন্থ "কামুস"-এ পরিষ্কার লিখিত আছে—معشر— جماعة الجن والانس

অর্থাৎ "মা'শার" শব্দ দল ও জমাত অর্থে জিন ও মানুষ উভয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়।

পণ্ডিত সাহেব মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহমতুল্লাহ আলাইহের নামেও কল্পনা হাঁকাইয়াছেন। এই নামে জিনের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা অতি বিস্ময়কর, কারণ মাওলানা থানভী (রঃ) 'আল-এন্তেবাহাত' নামক স্বীয় পুস্তিকায় লিখিয়াছেন।

اور نصوص میں انکا وجود وارد ہے اسلئے ایسے جوا ہرکا
قائل ہونا لابد واجب ہوگا -

অর্থাৎ—কোরআন-হাদীছে স্পষ্টরূপে ইহাদের (জিনদের) অস্তিত্ব উল্লেখ আছে, তাই উহার স্বীকৃতি অবশ্য কর্তব্য। তিনি আরও সতর্ক করিয়াছেন—

آیات میں ایسی بعید تاویلیں کیجاتی ہیں کہ بالکل
وہ حد تحریف میں داخل ہیں -

অর্থাৎ—"যেহেতু অকাট্য কোরআনের অনেক আয়াতে জিনদের অস্তিত্বের স্বীকৃতি রহিয়াছে। তাই অস্বীকারকারীরা ঐ আয়াত সমূহের এইরূপ ভুল ব্যাখ্যা করিয়া থাকে যাহা পবিত্র কোরআনকে বিকৃত করণ বৈ নহে।"

পূর্বাপর ইমাম ও আলেমগণের মতে জিন একটি বিশেষ শ্রেণীর সৃষ্টি। একমাত্র ইসলাম বহির্ভূত জিন্দীক এবং কাছেক পরিগণিত মো'তাযেলা ইত্যাদি দলই এই মতকে অস্বীকার করে। এই সম্পর্কে বোখারী শরীফের শরাহ ফতহুল বারীর একটি উদ্ধৃতির অনুবাদ লক্ষ্য করুন—

"কালছফী ও জিন্দিক এবং মো'তাযেলীগণ জিনদের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া থাকে। যাহারা কোরআন-হাদীছকে মানে না তাহাদের পক্ষে জিনের অস্তিত্বের অস্বীকারোক্তি বিস্ময়কর নহে, অবশ্য যাহারা কোরআন-হাদীছ মান্য করার দাবীদার তাহাদের পক্ষে উহা অত্যন্ত বিস্ময়কর। যেহেতু কোরআনের স্পষ্ট আয়াত এবং অকাট্য হাদীছ এই সম্পর্কে ভূরিভূরি বিদ্যমান রহিয়াছে। জিনদের অস্তিত্ব স্বীকার করার মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপরও কোন ঠেস লাগে না। অনেকে উহা অস্বীকার করার পক্ষে এইরূপ যুক্তি দেখাইয়া থাকে যে, যদি জিন নামে বিশেষ কিছু থাকিত তবে উহা দেখা যাইত। এইরূপ যুক্তির অবতারণা ঐ ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব, যে আল্লাহ তায়ালার বিচিত্রময় অসীম কুদরতকে অবহেলা করে।"

লক্ষ্য করুন! ফেরেশতা দেখা যায় না, বেহেশত-দোযখ ইত্যাদি অসংখ্য সত্য বস্তু দেখা যায় না, সেই জন্য কি ঐ সবের অস্তিত্ব অস্বীকার করা হইবে?

পাঠকবর্গ! জিন সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব স্পষ্টরূপে কোরআন ও হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত, অথচ ইসলামদ্রোহীরা উহা অস্বীকার করে, তাই বোখারী (রঃ) জিন সম্পর্কে ৪৬৫ পৃষ্ঠায় এবং ৫৪৪ পৃষ্ঠায় দুইটি পরিচ্ছেদ উল্লেখ করিয়াছেন।

আমরাও উক্ত ভ্রান্ত মতবাদের বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা করিলাম।

হে আল্লাহ! আমাদের এই চেষ্টাকে কবুল করিও এবং উহাকে মোসলমান ভাইদের ঈমান হেফাজতের সহায়ক বানাইয়া আমাদের জন্য মাগফেরাত ও তোমার সন্তুষ্টি লাভের অছিলা বানাইয়া দিও—আমীন! আমীন!!

وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○